www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র – ৬ আশ্বিন, ১৪২৩ ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 47, 17 September - 23 September, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ঘুড়ির হালহকিকৎ ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সারদা কান্ডে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র

জামিন পেলেন আলিপুর আদালত থেকে। কাঠগড়ায় সিবিআই তদন্ত। বিচারকের প্রশ্ন এগোচ্ছে না তদন্ত। অবশ্য জামিন পেয়ে রাজনীতি ছাড়তে চান মদন।

রবিবার : রিওতে সদ্য অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের সব দুঃখ ভুলিয়ে

দিল তামিলনাড়ুর একুশ বছরের মারিয়াপ্পান থঙ্গভেলু। সব প্রচারের পিছনে থেকে নিজের অকেজো একটি পা নিয়েও প্যারালিম্পিক্সের হাইজাম্পে সোনা জিতলেন তিনি।

সোমবার : ঈদেও শান্তি আনতে পারল না। অনুপ্রবেশের চেষ্টা,

জঙ্গি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, ৪ জঙ্গির প্রাণনাশ অশান্ত করে রাখল কাশ্মীরকে। এবার ঘটনাস্থলে ছিল পুঞ্ছ।

মঙ্গলবার : আরও পরিবেশ বান্ধব করতে মেট্রো রেল কবি

সুভাষ ও মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন দুটিকে গ্রিন তকমা দিতে চায়। বসছে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল। খুশি যাত্রীরা।

বুধবার : নাজেহাল কলকাতা পুরসভা। এখনও ডেঙ্গুর প্রকোপ

কমেনি। তার উপর বিপজ্জনক বাড়ি একের পর এক ভেঙে পড়ছে শহরে। পুরসভা নোটিশ দিয়েই দায় সারছে। সমাধানের চেষ্টা নেই।

বৃহস্পতিবার : সিঙ্গুরে কথা রাখার মঞ্চে মমতা নস্টালজিক।

আন্দোলন, অনশনের স্মৃতি রোমন্থন করলেন। পরচা দিলেন, ক্ষতিপূরণ দিলেন। একই সঙ্গে বার্তা দিলেন টাটাকেও। বললেন আসুন অন্য জায়গায় জমি দেব। টাটাও নাকি প্রস্তুত।

শুক্রবার : গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকা টেট অভিশাপ এবার

কাটতে চলেছে। মামলার রায় বেরিয়েছে। ফল প্রকাশ হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন পুজোর আগেই নিয়োগ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সীমান্তে তৎপরতা তুঙ্গে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা বহুবার বহুভাবে উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ, গরুপাচার, সোনা পাচার, নারী পাচার সহ বিভিন্ন চোরা কারবার। যার মধ্যে ওপেন করিডর হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নাম তালিকায় সবার শীর্ষে। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ প্রশাসনকে সীমান্তে কড়া নজরদারির বার্তা শুনিয়েছেন। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমান্তবর্তী এলাকার বসিরহাট থানার একাধিক সাফল্য বিশেষ নজর কেড়েছে। এছাড়াও সাফল্য এসেছে গাইগাটা থানার ঝুলিতেও। সম্প্রতি বসিরহাট থানার উদ্যোগে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অভিযান চালিয়ে বহু গরু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে খবর। এছাড়াও গোপনসূত্রের পাওয়া খবরে আচমকা অভিযান চালিয়ে তারা জালবন্দি করেছে ওসমান মন্ডল, ফিরোজ সর্দার, মাহরুফ সর্দার–এর মতো গরু পাচারকারীর চাঁইদের। এর মধ্যে ওসমান আবার বসিরহাটের সোলাদানায় পুলিশি অভিযানের সময় পুলিশের গাড়ির চালককে ভোজালির কোপ মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বসিরহাট থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মাটিয়ার গোলতলা এলাকা থেকে ওসমান সহ আরও দুজনকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত রবীন সরকার, মিজানুর মন্ডল সহ একাধিক সীমান্ত পাচারকারীকে বসিরহাট থানা গ্রেফতার করেছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে গাইঘাটা ও বনগাঁ সীমান্ত এলাকায় গরু পাচারের অন্যতম মাথা বিধান সরকার সম্প্রতি গাইঘাটা থানার হাতে গ্রেপ্তার হয়। শুধু গরু পাচারই নয়, অস্ত্র পাচার কারবারেরও এক অন্যতম মাথা ছিল এই বিধান। তাকে গ্রেফতারের পর উদ্ধার হয়েছে ৫টি পাইপগান, ২৫ রাউন্ড গুলি, ১টি নাইন এমএম পিস্তল, ২টো সেভেন এমএম পিস্তল, ১টি রিভলভার ও ১টা ওয়ান শাটার বন্দুক। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে গাইঘাটা থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁর এসডিপিও অনিল রায়, গাইঘাটা থানার ওসি অনুপম চক্রবর্তী। উল্লেখ্য সাম্প্রতিককালে উত্তর–চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের এতবড় সাফল্য আর ছিল না।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সল্টলেকে প্রাতঃভ্রমণের সময় গরু পাচারকারীদের হাতে আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। নিজের শরীরী তৎপরতায় সেদিন তিনি পাচারকারীদের গাড়ির ধাক্কার হাত থেকে বাঁচেন। এই ঘটনার পর জেলা পুলিশের তৎপরতা বাড়ে ব্যাপকভাবে। যার ফলশ্রুতি এই সাফল্য বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

তবে এই সাফল্যে খুশি স্বয়ং জ্যোতিপ্রিয় বাবুও। তিনি বলেন, 'পুলিশের এই তৎপরতা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বিধান সরকার একজন কুখ্যাত অপরাধী। তাকে গ্রেফতার করায় সীমান্তে অপরাধ অনেক কমবে বলে আমি মনে করি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সীমান্ত অপরাধ দমনে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ। ফলে সীমান্তে নজরদারি অনেক বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী সবকটি থানাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয়।'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা

উৎসবের সুর কাটতে পারে অসুররূপী জঙ্গিরা

কুনাল মালিক

আসন্ন শারদোৎসবের সময় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অরক্ষিত নদীপথে যেমন অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা আছে তেমনি উৎসবের দিনগুলিতে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গিরা নাশকতা ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর। সূত্রের খবর এখন প্রতিবেশি বাংলাদেশে জামাতপন্থী মৌলবাদী জঙ্গিরা অনেকটাই চাপে পড়েছে। ওদিক থেকে পালিয়ে এসে এ রাজ্যে অনেকে গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করছে বলে খবর। আইএস জঙ্গি মুশাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছে। এদেশের আইএস জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম মুখ জামাত উল মুজাহিদিন (জুম) নতুন করে জেহাদি কার্যকলাপ শুরু করেছে। এ রাজ্যের শিক্ষিত যুবক–যুবতীদের মগজ ধোলাই করে ভারত বিরোধী কর্মসূচিতে নামাতে চাইছে। 'খিলাফৎ' আন্দোলনের নামে আইএসের মতো তারাও এ রাজ্যে যুবক–যুবতীদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সূত্রের খবর বীরভূমের মুশা গ্রেফতার হওয়ায় জঙ্গি সংগঠনের অনেক মিশন বানচাল হয়ে গিয়েছে। তাই তারা এ রাজ্যে প্রত্যাঘাত করতে চাইছে। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জঙ্গি ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের পরই জানা যায় এ রাজ্যে কতদূর জাল বিছিয়েছে ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গিরা। আসন্ন শারোদৎসবে বিসর্জনের সময় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্ত লাগোয়া নদীপথ কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ ব্যাপারে এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। পুজোর সময় নদীপথে উপকূল রক্ষীবাহিনী নজরদারি কড়া করবে। রাজ্য সরকারকেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট পাঠিয়েছে। পুজোর সময় কলকাতার বড় পুজোগুলির মন্ডপে ব্যাপক লোক সমাগম হয়। ওই ভিড়ে যাতে কোনও রকম নাশকতা কেউ ঘটাতে না পারে, তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি মেট্রো রেল, বড় ব্রিজ, রেলপথ, শপিং মল, হাসপাতাল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারও ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু করেছে। এখন দেখার উৎসব মুখর বাঙালির দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে কাটে কিনা।

সার্বিক ভাবে চাষিদের পাশে থাকুক সরকার

সব্যসাচী সান্যাল

সুপ্রিম কোর্টেরঐতিহাসিক রায়ে দশ বছর জমির লড়াইয়ের বৃত্ত সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ দিন বেআইনিভাবে

কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াইতে থাকার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষকদরদী উজ্জ্বলভাবমূর্তি দেশবাসীর কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে। আগামী দিনে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে দেশের সব রাজ্য সরকার এবং শিল্পস্থাপনে আগ্রহী শিল্পপতিরা সমস্ত বিষয়ে সচেতন থাকবে যাতে কোনও আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়ে মাঝপথে কোনও প্রকল্প ভেস্তে না যায়। এই দীর্ঘদিনের লড়াইতে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন যেমন কংগ্রেস,কৃষিরক্ষা কমিটি ,এসইউসি(সি) ,অন্যান্য বামপন্থী দল এবং কলকাতার বুদ্ধিজিবীদের একটি বড় অংশ রাজপথে নেমে বেআইনি ভাবে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জনমানসে সচেতনতা গড়ে তুললেও আজ তারা স্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা বাংলায় সবচেয়ে আলোচিত তা হল টাটা চলে যাওয়ার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে মমতার শিল্পবিরোধী যে তকমা লেগে আছে তা কি সহজে ঘোঁচাতে পারবেন তিনি। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের তথ্য সকলে এখন জানতে চায়। সিঙ্গুরের অধিকৃত জমির চরিত্র সব একরকম নয়। এর মধ্যে বেশ কিছু জমি যথেষ্ট নীচু থাকায় তাতে লাভজনকভাবে চাষ সম্ভব নয়। সিঙ্গুরের পাশাপাশি রাজ্যের কৃষির অবস্থাটাও ভেবে দেখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জায়গায় কৃষকরা যে ফসল ফলাচ্ছে তার সঠিক দাম কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না এবং কৃষকেরা চাষের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তাই বহু কৃষকই এখন সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে চায় না। তা ছাড়া কৃষক পরিবারের সন্তানেরাও চায় রাজ্যে শিল্প হোক। লোকসানের কৃষি ছেড়ে চাকরি করতে চায় তারা।

সিঙ্গুরে কথা রাখলেন নস্টালজিক মমতা

রিম্পি ঘোষ

কথা দিয়েছিলেন সিঙ্গুরে জমি ফেরত দেবেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরের ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফিরিয়ে দিয়ে সেই কথা রাখলেন প্রাক্তন বিরোধী নেত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বুধবার সিঙ্গুরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এক বিশাল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক প্রায় ৮০০ জন চাষির জমি, জমির পরচা ও চেক প্রদান করেন। প্রায় ৯১১৭ টি জমির পরচা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি তিনি সিঙ্গুরের চাষিদের জন্য একগুচ্ছ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এই প্যাকেজে রয়েছে সিঙ্গুরের জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা, যতদিন পর্যন্ত এই জমি চাষযোগ্য না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত চাষিদের মাসে ২,০০০ টাকা অনুদান, ভাতা ও ২ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ করা, চাষের যন্ত্রপাতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা, কৃষকদের ২৪ লক্ষ টাকা লোন দেওয়ার জন্য পঃবঃ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের অধীনে

কাস্টম হায়ারিং সেন্টার তৈরি করা, চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন রেকর্ড অনুযায়ী বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি। এর সঙ্গে ছোট টিউবওয়েল তৈরি করা, মাটিকে পুনরায় উর্বর করার জন্য মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। সরকার থেকে চাষিদের উচ্চমানের বীজ, সার, চাষের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সিঙ্গুরে চাষিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের মাটি থেকেই তিনি রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য শিল্পপতিদের ডাক দেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিল্পের বার্তা নিয়ে হাজির বিশ্বকর্মা

পার্থসারথি গুহ

শিল্প আসছে না বা কলকারখানা গড়ে উঠছে না এ নিয়ে আমাদের রাজ্যে বহু দিন ধরেই চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়। যথারীতি রাজনৈতিক তরজাও অব্যাহত আছে এই ব্যাপারে। লাগাতার ৩৪ বছর বাংলার শাসনভার হাতে থাকা বামফ্রন্টকেই শিল্পে মরুভূমি তৈরি করার জন্য দায়ী করেন অন্য রাজনৈতিক দলগুলি। আবার বাম তথা সিপিএম নেতারা ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজ্যে শিল্পের মন্দার জন্য কেন্দ্রের বঞ্চনাকে দোষারোপ করে এসেছেন। কাকতালীয়ভাবে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হালফিলে রাজ্যের প্রতি অবিচারের জন্য আঙুল তোলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দিকেই। তাছাড়া পালাবদলের সরকারের ওপর বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্বসূরী বাম জমানাকে নিশানা করা তো মুখ্যমন্ত্রীর রোজকার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। তা দোষ দেবেন নাই বা কেন? মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া ইস্তক পাহাড়প্রমাণ এই ঋণ যদি কারও মাথায় চাপে তবে কাজ করাই তো সমস্যা। তাও এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে একের পর এক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। সে বিরোধীরা যতই তাঁর বিরুদ্ধে উৎসবের জোয়ার বইয়ে দেওয়ার জন্য সমালোচনায় নামুন না কেন। শিল্পের এই অচলাবস্থা কাটাতে নিজের সেকেন্ড টার্মে মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের তাগিদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পে বাধাদান করলে নিজের দলের নেতাদেরও চরম শাস্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। এমনকি সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়াও শুরু হয়েছে রাজ্যে। এই প্রেক্ষাপটে শিল্প আনার অভিপ্রায়ে মুখ্যমন্ত্রী ইউরোপ সফরও সেরেছেন। সম্প্রতি আদালতের রায় সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে মমতার হাত শক্ত করেছে। যদিও টাটাদের রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার পিছনে আজও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন জঙ্গি আন্দোলনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান সমালোচকরা। এতে পরোয়া না করে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য সকলকে নিয়েই শিল্প গড়ার পক্ষপাতী। তাঁর অভিব্যক্তি দিচ্ছে সেই ইঙ্গিত।

এই বদলে যাওয়া মমতার দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বকর্মা পুজো। কলকারখানা তথা শিল্পের দেবতার কাছে রাজ্যের জন্য ব্যবসার পরিধি গড়ে তোলার জন্য করজোরে অনুরোধ থাকবে নিঃসন্দেহে। এতদিনের শিল্প বিমুখ একটা রাজ্য ঘুরে দাঁড়াবে কিভাবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে যে ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বকর্মা পুজোর সেরা উপহার। কর্মবিহীন রাজ্যে শিল্পের ছোঁয়া আনতে তাই বাবা বিশ্বকর্মার ম্যাজিকের ওপর নির্ভরশীলও হতে হবে। আসলে দেবতাদের মধ্যে সত্যিকারের কেউ যদি বাস্তুবিদ বা ইঞ্জিনিয়ার হন তা হলে তিনি হলেন বিশ্বকর্মা। দেবরাজ ইন্দ্রের মন্ত্রিসভাতেও বিশ্বকর্মা হলেন শিল্পমন্ত্রী। না, নাচ–গান–আবৃত্তির জগতের শিল্প নয়। বিশ্বকর্মা হলেন একেবারে কলকারখানার ভারপ্রাপ্ত দেবতা। বাম জমানার শিল্প বিমুখ বঙ্গে তিনি যখন পদার্পণ করতেন তখন কেমন যেন বেমানান ঠেকত সকলের মনে। খোদ দেবতা হাজির অথচ শিল্প নেই রাজ্যে। যত্রতত্র খালি ইউনিয়নবাজির নামে চলছে একের পর এক কলকারখানা বন্ধের উপক্রম। যেখানে সেখানে ঝুলছে লাল ঝান্ডা। রাজ্যের সব কলকারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ নেতাদের চোখরাঙানির ঠেলায়। এই বিপরীতমুখী পরিবেশ থেকে রাজ্য থেকে শিল্পবান্ধব গড়ে তোলা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার মন্ত্রিসভা যেভাবে ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে তা শিল্পের জন্য অদূর ভবিষ্যতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। কে না জানে শিল্প যদি রাজ্যে সঠিকভাবে দানা বাঁধতে পারে তাহলে বেকার সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্পন্ন হবে। শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার কাছে এই সরকারের আরও একটি সুস্থ নিবেদন রয়েছে বনধ সংস্কৃতির অবসান ঘটানো। সাম্প্রতিক অতীতে এ রাজ্যে বাম এবং কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘট একরকম উপেক্ষিত হয়েছে। বহুদিন পর সাধারণ মানুষ বনধের নামে কর্মদিবস নষ্ট করার প্রবণতাকে রুখে দিতে পথে নেমেছেন সদলবলে।

বিশ্বকর্মার চক্ষুদান। ছবি : অরুণ লোধ

বিশ্বকর্মা দেবতার আরও একটি প্রতীক হল ঘুড়ি। বলাবাহুল্য এই দিনটিতে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ভারতের অন্যান্য অনেক শহরের সঙ্গে কলকাতাতেও ভালোমতো রয়েছে। এছাড়াও নিকটবর্তী শহরতলি এবং গ্রামবাংলাতেও ঘুড়ির পরম্পরা চলে আসছে। এক হাতে শিল্প সামলানো দেবতা ঘুড়ির মাধ্যমে যেন এক স্বাধীনতার বার্তা প্রদান করেন। যার মর্মার্থ হল, 'সুনীল আকাশে উড়িত বিহঙ্গ'–এর মতো এক অনাবিল স্বাধীনচেতা মনোভাব গড়ে তোলা। এটাও সবাই জানে স্বাধীনচেতা সেই মনোভাব গড়ে তুলতে হলে স্বাধীন ব্যবসা বা শিল্পই হচ্ছে সঠিক দিশা। যার মাধ্যমে রাজ্য আগামী দিনে স্বাবলম্বীতার পথ খুঁজে নিতে পারবে।

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 47, 17 September - 23 September, 2016

এই সুযোগে কিনুন ভরপুর

কারেকশনের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় বাজারের গতিপ্রকৃতি

প্রদীপ্ত দাস

বেশ কিছুদিন ধরে নানা চ্যানেলে আলোচনা হচ্ছিল তাকে নিয়ে। খবরের কাগজের অর্থনীতির পাতায় তার না আসা নিয়ে কত জল্পনা যে চলছিল। এমনকী তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনেকেই বলাবলি করছিলেন এবার বোধহয় 'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা'য় তার নাম অ্যানাউন্স করতে হবে। বলাবাহুল্য অনেককে বিস্তর অবস্থার রকমফেরে ফেলে তার আগমন ঘটল। হ্যাঁ, অনেকটা বর্ষা আসার মতোই ব্যাপারস্যাপার আর কি। মানুষকে (পড়ুন ট্রেডারদের) ব্যাপক ভুগিয়ে অবশেষে সেই কারেকশন বা সংশোধনী পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে ভারতীয় বাজারে। কে না জানে কারেকশন হল বাজারের বৃদ্ধির পক্ষে সবথেকে হেলদি বা পুষ্টিকর ঘটনা। বিনা কারেকশনে বাজার একটানা বেড়ে গিয়েছে, মানুষকে একরকম মগডালে চাপিয়ে তাসের ঘরের মতো বাজার ভেঙে পড়েছে এমন নজির অতীতে আছে। যারা অভিজ্ঞ লগ্নিকারী তারা জানেন এটা মোটেই সঠিক নয়। তাই তাদের চর্চাতে কিছুদিন আগে থেকেই ধরা পড়ছিল এই সংশোধনীর চিত্রপট। তাদের সাফ কথা গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় নিফটি সেই যে ৬৮০০–র কাছে পৌঁছেছিল তার পর থেকে তার আর থামার নাম নেই। এই পাঁচ–ছয় মাসে ভারতীয় এই সূচকটি প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। সুতরাং মুনাফার খোঁজে অন্বেষণ হওয়াটা হয়ে উঠেছিল একান্ত জরুরি। এই গত কয়েক মাসের মধ্যে একমাত্র ব্রেক্সিট নিয়ে একদিন নিফটি এবং সেনসেক্স ব্যাপক হারে পড়েছিল। সেটা ছিল ওয়ান ডে কারেকশন। একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে মার্কেট আবার তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রকৃত কারেকশন বাজারে বহুদিন হয়নি। এই প্রেক্ষিতে কিছু অতি উৎসাহী ব্রোকার বা ট্রেডারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাদের কথা শুনলে নিজের বাস্তববুদ্ধি লোপ পেতে পারে। এইসব বুল–ব্যাপারীরা বলছিলেন বাজার নাকি এখন একটানা বেড়েই যাবে। মাঝেমধ্যে যে এক–আধটা কারেকশন হবে তাও নাকি বেশিদিন টিকবে না। নিফটির ক্ষেত্রে ৫০ পয়েন্ট কারেকশন হওয়াই নাকি 'এনাফ'। মানে এদের কথায় আর কি। যদিও নিজের পড়াশুনা এবং বাস্তববোধ থেকে বুঝতে পারছিলাম যে বাজারে অন্তত নিফটির নিরিখে একটা ৫–৭ পারসেন্ট সংশোধনী আবশ্যিক হয়ে রয়েছে। সম্ভবত সেই দিকেই আপাতত ধাবিত হচ্ছে বাজার। তবে কারেকশন আর বাজার পড়ে যাওয়ার মধ্যে কিন্তু বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে বাজার যে চূড়ান্ত তলানিতে পৌঁছেছিল তা আদৌ কারেকশন পর্ব ছিল না। সেটা ছিল বাজারের পতন। তার অবশ্য একটা বড় যুক্তি ছিল। সেটা হল মোদি সরকার দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রায় ৫২০০ থেকে নিফটি বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাওয়ার জেরে

অর্থনীতি

৯ হাজারের ঘর পার করে। একরকম ৪ হাজার পয়েন্ট পার হওয়ার পর সেই বাজারে একটা বড় কারেকশন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে হয়ে উঠেছিল। সেই সংশোনীটাই প্রায় বছর দেড়েক যাবৎ চলে শেষ হয় সাত হাজারের সামান্য নিচে। এবার সেই তলদেশ থেকে নিফটি যে যাত্রা শুরু করেছে তা ১০ হাজার পার করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস বিশেষজ্ঞদের। এমনকি নিফটির স্বপক্ষে ১০,৪০০–র কথা বেশ চালু হয়ে গিয়েছে লগ্নিকারীদের মুখে মুখে। এই সংখ্যাটা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধির বার্তা বহন করে নিফটির নিরিখে। যথারীতি সেনসেক্সেও সেই বৃদ্ধির বড় প্রভাব রয়েছে।

এইভাবেই ভারতের বাজার আরেক দশহাজারি হওয়ার রাস্তায় হাঁটছে। উল্লেখ্য গাভাসকার হলেন বিশ্ব ক্রিকেটের মাপকাঠিতে সর্বপ্রথম ১০ হাজার রানের অধিকারী। যেহেতু ভারত ক্রিকেট প্রধান দেশ তাই এখানে নিফটির এই দশ হাজার জয়কে নিঃসন্দেহে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের সমকক্ষ হিসেবেই অভিহিত করা হবে। ক্রিকেটীয় উপমা তারই এক তকমা আর কি। ভারতের বাজার এই মুহূর্তে যে জায়গায় রয়েছে তাতে নতুনদের পক্ষে লগ্নি করার একেবারে আদর্শ পরিবেশ বলা চলে। কারণ এখন বাজারে জোয়ার আছে। সাময়িক এই কারেকশন বা ভাঁটা শেষ হওয়ার পর লগ্নি করলে আগামী ২–৩ বছরের অনুপাতে বেশ ভালো অঙ্কের অর্থ রোজগার সম্ভব। এবার দেখতে হবে আপনার মূল্যবান অর্থ আপনি কোন খাতে ব্যায়ে করবেন।

এমনিতে মিউচুয়াল ফান্ডের বেশ কিছু ভালো ফান্ডে বাজারের পাশাপাশি টাকা রাখা বাঞ্চনীয়। এইগুলোকে পোশাকি অর্থে এসআইপি বলা হয়ে থাকে। যারা সরাসরি শেয়ার বাজারে টাকা খাটান তারা এই অনুকূল পরিবেশে নিজের লগ্নিকে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিন ভালো ফল পাবেন। এই যেমন এই সময়ে যে ক্ষেত্রটা সবথেকে ভালো চলছে সেই ব্যাঙ্কিং বা ফিনান্স সেক্টরে আপনার লগ্নির একটা অংশ থাকতেই হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ জাত সমস্যার কথা মাথায় রেখে এদের মধ্যে বাছাই করা কটা ব্যাঙ্কে নজর দিতে হবে। নচেৎ প্রতি কারেকশনে অল্প অল্প করে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনতে হবে। কারণ এখান থেকে রিটার্নের অঙ্কটা সবথেকে ভালো হওয়ারও কথা। মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার শেয়ারেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আরেকটা সেক্টরে বিশেষ নজর দিতে হবে এখনকার প্রেক্ষাপটে। সেটা হল অটো বা গাড়ি শিল্প। গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং তার অ্যানসিলারি বা অনুসারী শিল্পজাত কোম্পানিতে লগ্নি বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দিচ্ছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। এইসব সংস্থার শেয়ার কারেকশনের বাজারে একটু কম দামে পেলে চোখ বন্ধ করে কিনে রাখতে পারেন। এটা মাথায় রাখবেন গাড়ি শিল্পে ভারত যে কোনও বড় দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে যে কোনও সময়। অটো হাব হিসেবে ভারতের বিভিন্ন শহর নিজেদের গড়ে তুলছে। সুতরাং এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে ইতিবাচক অর্থাগম হওয়ার রাস্তা যথেষ্ট সুগম।

ব্যাঙ্ক–ফিনান্স এবং অটো সেক্টরে লগ্নির পাশাপাশি পাখির চোখ রাখুন অনেক নিচে আসা ফার্মা বা ওষুধ কোম্পানির শেয়ারের দিকে। উল্লেখ এতদিন ভারতীয় ফার্মা যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল তাতে ভালোমতো একটা কারেকশন এই সেক্টরে কাম্য ছিল। শুধু দামের কারেকশন নয়, এই ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের দাবি ছিল টাইম কারেকশনের দিকেও। আর গত বছরের গোড়া থেকেই প্রায় বছর দেড়েক যাবৎ ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো ক্রমহারে পড়তে থেকেছে। একেই বলে টাইম কারেকশন। যাতে দামের পাশাপাশি প্রতিফলন ঘটে সময়েরও। ভারতের ফার্মা কোম্পানির মধ্যে অধিকাংশ নিচে এলেও ১–২ টি সংস্থার শেয়ারের দাম এর মধ্যেই নয়া উচ্চতা ছুঁয়েছে। যদিও একে ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয়। কারণ হয়তো সেসিব কোম্পানিতে নির্দিষ্ট অত্যন্ত ভালো খবর ছিল। যা একেবারেই পরিলক্ষিত নয় বাকি গুলোর ক্ষেত্রে। ফলে হাতের মোয়ার মতো সুলভমূল্যে বিচরণ করছে ভারতীয় ফার্মার অগ্রণী বেশ কয়েকটি নাম। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো ভারতীয় শেয়ার বিশেষজ্ঞ যাকে অনেকেই এদেশের ওয়ারেন বাফেট বলে থাকেন তিনি তো সাফ বলছেন ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো বর্তমানে যে দামে চলে এসেছে তা লটারি পাওয়ার সমতুল্য। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য ভারতীয় লগ্নিকারীদের পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। একইভাবে ভারতের অন্যতম সেরা শক্তি হল তার তথ্য প্রযুক্তি শিল্প। এহেন আইটি সেক্টরে কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব লক্ষিত হচ্ছে। বড় আকারের কোম্পানিগুলো তো বটেই, মিডক্যাপ আইটি কোম্পানিগুলোও একরকম ধুঁকছে। এই পরিস্থিতির জন্য ব্রেক্সিট বা ইউরো জোন থেকে ইংল্যান্ডের বেরিয়ে যাওয়াকে অনেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। যদিও ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলোর নাড়ির যোগ কিন্তু মার্কিন দেশের সঙ্গে অনেক বেশি। ইংরেজদের আসা–যাওয়াটা তাদের কাছে খুব গুরুত্বের নয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সে দেশে কারা ক্ষমতায় আসছে এটা বরং ভারতের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার পক্ষে বেশি জরুরি। সর্বোপরি ভারতের বাজার বাড়ার মূল চালক হলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। আগামী দিনে আমেরিকাতে যদি সে দেশের ফেড সুদের হার বাড়ায় তবে কিছুটা হলেও থমকে যেতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারের অশ্বমেধ ঘোড়া।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মেষ : মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে উন্নতির যোগ।

বৃষ : লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়েও সফলতা পাবেন। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে আশানুরূপ ফল পাবেন না।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতা পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কর্মস্থলে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

সিংহ : পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলিতে সাফল্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আয় যোগ ভালই আছে কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা।

কন্যা : আপনার বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কিন্তু বুদ্ধির ভুল হতে পারে। ফলে আপনাকে খুব সতর্কে প্রতিটি কাজে পদার্পণ করতে হবে। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা : কর্মস্থলে গোলযোগের সৃষ্টি হলেও সপ্তাহের শেষের দিক থেকে গোলযোগ হ্রাস পাবে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন কতে পারবেন। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসা শুরু করতে পারনে। শরীর আগের তুলনায় ভালো থাকবে।

ধনু : আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে আপনি সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। গৃহ ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কিত বিষয়ের শুভ ফল পাবেন। বয়স্করা পায়ে বাত–বেদনায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মকর : স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি নজর রাখবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

মীন : শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। লেখাপড়ায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহিত্যিক বা শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। মন ভীষণ চঞ্চল থাকবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতা পাবেন। বাধা থাকবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

বিএসএনএলে ২৫১০ ইঞ্জিনিয়ার ও পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট

২,৫১০ জন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট নেবে ভারত সঞ্চার নিগম (বিএসএনএল)। নিয়োগ হবে জুনিয়র টেলিকম অফিসার পদে। ২০১৭–র 'গেট' পরীক্ষার বৈধ স্কোরকার্ড থাকলে তবেই নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নির্দিষ্ট বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় বিই অথবা বিটেক ডিগ্রি। ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলি হল। টেলিকম, রেডিও, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইনফর্মেশন টেকনোলজি ও ইনস্ট্রুমেন্টেশন। ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্সের এমএসসি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন।

বেতনক্রম : ১৬,৪০০–৪০,৫০০ টাকা।

রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.exktekrnalexam.bsnl.co.in বিশদ তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে ১ ডিসেম্বর থেকে।

উল্লেখ্য, ২০১৭–র গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা 'গেট' পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। কোনও আইআইটি অথবা আইআইএসসি–র গেট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর। খড়্গপুর আইআইটি–র গেট ওয়েবসাইটে : www.gate.iitkgp.ac.in অনলাইন 'গেট' পরীক্ষা ৪, ৫, ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি।

গেট পরীক্ষা–সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.gate.iitr.ernet.in

প্রতিরক্ষা বিভাগে ১৮৪ ট্রেডসম্যান ও ট্রেডসম্যান মেট

১৮৪ জন ট্রেডসম্যান (স্কিড গ্রেড) ও ট্রেডসম্যান মেট নেমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ। নিয়োগ হবে গ্রুপ 'সি' পদে ডিরেক্টোরেট জেনারেল অব এরোনটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স–এর অধীনে।

নিয়োগের স্থান অনুযায়ী শূন্যপদের বিবরণ : ট্রেডসম্যান (স্কিল্ড গ্রেড) : খামারিয়া, জব্বলপুর : ৮৩টি (সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি জাতি ৫, ওবিসি ২৪)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং অস্থিসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অম্বাকারি : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ভান্ডারা : ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। চন্দা : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। কাশীপুর : ১৮টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জিসিএওফ, জবলপুর : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। মুরাদনগর : ১১টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিরকি, পুনে : ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী ও ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস করতে থাকতে হবে অথবা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ডিফেন্স সার্ভিসেস ট্রেডসম্যান কোর্স করে থাকতে হবে। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতায় কিছু ছাড় দেওয়া হতে পারে) থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

ট্রেডসম্যান মেট : খামারিয়া, জব্বলপুর : ১২টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের

জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ভান্ডারা : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক । সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস করে থাকতে হবে অথবা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ডিফেন্স সার্ভিসেস ট্রেডসম্যান কোর্স করে থাকতে হবে। **বেতনক্রম :** ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

বয়স : ৩০–৯–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), DGAQA Ministry of Defence, Khamaria, Jabalpur 482 005 (MP).

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইটে : www.dgaeroqa.gov.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন এবং অন্য ফটোটি স্টেপল করে ফর্মের সঙ্গে আটকে দেবেন।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যয়িত নকল।

নাম পরিবর্তন

আমি বিবেকানন্দ চৌধুরী, পিতা–শচীনন্দন চৌধুরী, গ্রাম ও পোস্ট–পুতপুতিয়া, থানা–তমলুক, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর। ২৬.৭.২০১৬ তারিখে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর–এর এফিডেফিট দ্বারা বিবেকানন্দ চৌধুরী, পিতা শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

আমি শচীনন্দন চৌধুরী, পিতা–নরেন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম ও পোস্ট–পুতপুতিয়া, থানা–তমলুক, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর। ২৬.৭.২০১৬ তারিখে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর–এর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এফিডেফিট দ্বারা শচীনন্দন চৌধুরী, পিতা–নরেন্দ্র চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ চৌধুরী, পিতা– নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শচীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শচীনন্দ চৌধুরী এবং শচীনন্দন চৌধুরী, পিতা– নরেন্দ্র চৌধুরী একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

জন্ম তারিখ পরিবর্তন

আমি সাগির হোসেন মিস্ত্রি, পিতা–নাজিম হোসেন মিস্ত্রি, গ্রাম–বয়ারসিং, পোস্ট–তালদি, ক্যানিং নোটারি পাবলিকের এফিডেফিট দ্বারা আমার জন্ম তারিখ ২০–০৭–১৯৯০–এর পরিবর্তে ০১–০২–১৯৯৭ হইবে। এই সঠিক জন্ম তারিখ সমস্ত নথিপত্রে বিবেচিত হইবে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

নামেই মডেল স্টেশন

ক্যানিং–এ পর্যাপ্ত শেডের অভাবে যাত্রীরা নাজেহাল

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : নামেই মডেল স্টেশন। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশ দ্বার ক্যানিং স্টেশনের যাত্রী পরিষেবা অবস্থা যে বেহাল স্টেশনে গেলেই তা বোঝা যায়। ১৮৬২ সালের ২ জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ছাড়া আর কিছুই নেই। একদা বিশ্ব কবি ক্যানিং স্টেশন হয়ে গোসাবাতে গিয়েছিলেন। সেই সুন্দরবনের প্রিবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং স্টেশন নানা রোগে ধুঁকছে।

রোদে পুড়ে জলে ভিজে ট্রেন ধরতে হয় নিত্যযাত্রীদের। স্টেশনে কার্যত কোন ছাউনি নেই। টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন যে একটু শেড আছে সেটি বহু পুরাতন। তাই গরমের পাশাপাশি আচমকা বড় বৃষ্টিতে ভিজতে হয় রেলযাত্রীদের। একটি যাত্রী প্রতিক্ষালয় ছিল। দীর্ঘদিন সেটি আরপিএফ এর দখলে। ফলে অপেক্ষা করার কোনও জায়গা নেই। পানীয় জল ও শৌচালয়ও তথৈবচ। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী শেড বা অন্যান্য পরিষেবা না থাকায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ক্যানিং স্টেশনের গুরুত্ব বুঝে একাধিক প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার মধ্যে শুধুমাত্র রিজার্ভেশন কাউন্টার ছাড়া বাকি কোনও কাজ হয়নি, তাই স্বাধীনতার আগে তৈরি এই স্টেশনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ বলতে কিছুই নেই। এই স্টেশনে ১২ কামরার ট্রেন চলাচল করে। ট্রেন স্টেশনে ঢুকলে দুটিমাত্র কামরা শেডের সুবিধা পায় বাকি কামরার যাত্রীদের খোলা আকাশের নিচেই নামতে হয়। নিত্য রেলযাত্রী নির্মল সরকার, বাসুদেব সরদার, মোহন নস্কর, তারক মজুমদাররা জানান, ক্যানিং স্টেশনের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। রেলের কোনও নজরদারি নেই। তাই যাত্রীরা ন্যূনতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কবে ফিরবে ক্যানিং স্টেশনের হাল? এমনই জিজ্ঞাসা প্রতিটি নিত্যযাত্রীর। এ ব্যাপারে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রবি মহাপাত্র বলেন, ক্যানিং স্টেশনের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেব।

কাকদ্বীপের যানজট সমস্যা সেই তিমিরেই

মেহবুব গাজী

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি আর বাকি সময় পুলিশ–প্রশাসনের আশ্বাস ছাড়া সুন্দরবনে যাওয়ার অন্যতম গেটওয়ে কাকদ্বীপ শহরের যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল না আজও। উল্টে শহরের উপর দিয়ে যাওয়া ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আরও বেশি করে মোটর ভ্যানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে টোটোর দৌরাত্ম্য। সড়কের দু'পাশের ফুটপাথের অধিকাংশই চলে গিয়েছে হকারদের দখলে। এমনকি শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থায়ী বাস স্ট্যান্ড থাকলেও রাস্তার ওপর যত্রতত্র দাঁড়িয়ে পড়ে সরকারি ও বেসরকারি বাস–মিনি বাস। তার উপর প্রত্যেক ঘন্টায় একটি করে ট্রেন ঢুকলেই স্টেশন থেকে হাজার হাজার যাত্রীরা বেরিয়ে আসেন শহরের ওপর। এছাড়াও পাল বাজারের মৎস্য আড়তগুলোকে নামাতে আসা ইলিশ বোঝাই ছোট হাতি, ম্যাটাডোর ও টাটা ৪০৭ গাড়িগুলো জাতীয় সড়কের পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে আটকে নরক যন্ত্রণায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে এলাকার বাসিন্দাদের। তবে এই যানজট সমস্যা মেটাতে এলাকার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস সহ শাসকদের নেতাদের নিয়ে বারে বারে বৈঠক করেছেন মহকুমা পুলিশ–প্রশাসনের কর্তারা। তাতেও কোনও সমাধান সূত্র না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দাদের। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে মানুষের রুটি রুজি অক্ষত রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শহরের বাস স্ট্যান্ডে বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো নামানো শুরু হলেই সমস্যা অনেকটাই কেটে যাবে।'

স্থানীয় বামুনের মোড় থেকে নতুন পোল পর্যন্ত মাত্র এক কিমি রাস্তা পেরোতেই কোনও কোনও সময়েই এক ঘন্টা বা তার বেশি সময় লেগে যায়। সড়কের পাশেই যত্রতত্র ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে ভ্যান, মটোরভ্যান ও টোটো। এই সমস্ত যানের মধ্যে অবৈধর সংখ্যাটা বেশি ব লে অভিযোগ। এমনকি সড়কের দুপাশেই ঘন্টার পর ঘন্টা মটোর বাইক, সাইকেল দাঁড় করিয়ে সাধারণ মানুষও দোকান–বাজার করতে ঢোকেন। নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ পাথরপ্রতিমা ও সাগরদ্বীপ এলাকার একাংশ মানুষকে সড়ক পথে কলকাতায় যেতে হলে কাকদ্বীপের উপর দিয়েই যেতে হয়। এমনকি ওই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মুমূর্ষু রোগী নিয়ে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে যেতে গেলে যানজটে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীদের অবস্থা আরও

শোচনীয় হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ যানজটে আটকে থাকার পরে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় চালকদেরও। এরফলে অনেক সময় প্রাণহানির আশঙ্কাও থেকে যায়। স্কুল কলেজ পড়ুয়া সুলতা দাস ও সঙ্গীতা মাইতিরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'ফুটপাতে হকারদের দখলে থাকায় হাঁটার কোনও উপায় নেই। বেশির ভাগ সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়কের ওপর দিয়ে হাঁটা চলা করতে হয়। তার উপর মটোর ভ্যান, টোটো ও মটোর বাইক যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে সড়কের দুপাশে। বাস–মিনি বাস ব্যাস্ত সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলা নামানো করায়। ফলে শহরে নিয়মিত যানজট লেগেই থাকে। সমস্যা হলেও কি আর করব, সব জেনেও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার।'

অন্যদিকে কাকদ্বীপ থানার যে সমস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারা সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা প্রশিক্ষিত না হওয়ায় ঠিকমতো যান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ফলে শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োগ গুটি কয়েক পুলিশকর্মীর নাভিশ্বাস উঠে যায়। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। সঙ্গে বেশ কিছু সিভিক ভলেন্টিয়ারদের রাখা হয়েছে। শহরের যানজট কাটাতে পুলিশের যতটা কাজ করা সম্ভব, ঠিক ততটাই করছে। বাকি সমস্যা স্থানীয় প্রশাসনকে সমাধান করতে হবে। তবে নামখানা–ধর্মতলা রুটের বাসের এক চালক জানান, 'অপরিসর রাস্তাতেই ভ্যান, মটোরভ্যান আর টোটোর দৌরাত্ম্য লেগেই থাকে। স্থায়ী বাস স্ট্যান্ডের জায়গা অপরিসর হওয়ায় সেখানে বাস দাঁড় করিয়ে আমরা যাত্রী ওঠানো নামানো করতে প ারি না। ফলে বেশিরভাগ সময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা নিজেরাই চলন্ত বাসে ওঠা নামা করে। বাধ্য হয়ে সড়কের পাশে বাস দাঁড় করিয়ে সামান্য সময়ের মধ্যে যাত্রী তোলা ও নামানো করতে হয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন অবৈধ যানগুলো শহরে ঢোকা বন্ধ করলেই যানজট কেটে যাবে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহকুমা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'এই যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য বিধায়ক তথা মন্ত্রী সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও শাসকদলের নেতাদের নিয়ে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কেউ শহরে দখল হয়ে যাওয়া ফুটপা পরিস্কার ও সড়কে অবৈধ ভ্যান, মটোর ভ্যান ও টোটো চলাচল আটকানোর ব্যাপারে কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি। সেখানে পুলিশ–প্রশাসন নিজেরাই এই সমস্যা সমাধান করতে রাস্তায় নামলে বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে।'

সিন্ডিকেট সংঘর্ষ, পুলিশ গুরুত্ব দিতে নারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী বারবার সিন্ডিকেট ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ, সেই সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়েই ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয় নরেন্দ্রপুরের রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, নরেন্দ্রপুরের এলাচিতে তৃণমূলের নেতা শাহেনশা ও এলাকার কাউন্সিলর টুম্পা দাসের দলবলের সঙ্গে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয় রাতে। টুম্পা দাসের স্বামী বিজন দাস বলেন নরেন্দ্রপুর বাইপাসে লাইন দিয়ে যে সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়ি হচ্ছে তার সমস্ত বিল্ডিং সরঞ্জাম সরবরাহ করবার জন্য শাহেনশার এই দাদাগিরি। তাঁর খোলাখুলি প্রশ্ন তাহলে আমাদের ছেলেরা খাবে কি? শাহেনশার বক্তব্য, আমি দাদা নই। কাউন্সিলর হওয়ার পর টুম্পা দাসের স্বামী এলাকার বেশ কিছু মস্তান বাহিনি নিয়ে প্রোমোটারদের সঙ্গে রফা করে একটার পর একটা পুকুর বুজিয়ে ফেলেছে। এখন চলছে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য ভবনের পাশে এক বিঘা পুকুরে মাটি ভরাট। এই পুকুরটি ভরাট হচ্ছে বিগত ২০১৩ সাল থেকে। মাঝে থেমে গিয়েছিল এখন আবার শুরু হয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে বিশাল বিশাল প্রোজেক্টের কাজে বিজনের ছেলেরা বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে এসেছে। তারা এখন পুরো সাপ্লাইটা নিজেদের আয়ত্বে করে নিতে চাইছে। শাহেনশা বলে, টুম্পাকে কাউন্সিলর নির্বাচনে জেতাবার মূলে আমি। প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ভোটে জিতিয়েছি। শুধু তাই নয় গত পাঁচ বছর বিজন ও টুম্পারা বিপুল অর্থ নিজেদের তহবিলের জন্য সংগ্রহ করেছে, টুম্পা অহংকারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বিজনের একটি রয়্যাল এনফিল্ড আছে যার মূল্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার কাউন্সিলরদের মধ্যে অর্থের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টুম্পা ও বিজন। গরিব মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। আমরাও নির্বাচনে মা–মাটি–মানুষের হয়ে খেটেছি। আমাদের ছেলেরাও চাইছে কিছু বিল্ডিং সরঞ্জাম সরবরাহ করতে। এই নিয়ে দুপক্ষের বচসার জেরে শুরু হয় বোমাবাজি ও গোষ্ঠী সংঘর্ষ। সেদিন সোনারপুর থানায় আসে দুপক্ষই। অভিযোগ জানায়। সোনারপুর থানার আইসি পরেশ রায় বলেন এটা কোনও সিন্ডিকেট ব্যবসা নয়। কিছু বেকার যুবক তাদের চাকরি নেই। সেই কারণে তারা ইট, বালি, পাথর সাপ্লাই করে ব্যবসা করছে। কিছু তো করতে হবে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে হয়েছে আবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই আইসি পরেশ বাবুর মন্তব্যে তৃণমূলের নেতারা খুশি। কিন্তু প্রমাদ গুনছেন পুরবাসীরা।

নরেন্দ্রপুর

এখনও অন্ধকারে পুলিশ

উত্তপ্ত ঢোলা হাটে এখন রাজনীতির চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার বিকেলে এলাকার উত্তেজিত জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ঢোলাহাট বাজার। পুলিশের সামনে উত্তেজিত বাসিন্দারা ঢোলাহাট থানার ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হন থানার চারজন পুলিশকর্মী। এরপর উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে কয়েকশো বিক্ষোভকারী। তখন বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় বলে অভিযোগ। উত্তেজিত জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে থানার সামনে ও পাশে বেশ কয়েকটি মোটর বাইক সহ পুলিশের দুটি জিপে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনা এখন রাজনৈতিক রঙে রঙিন। কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার জানান, 'একটা ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। তার আগে এভাবে এলাকার বাসিন্দাদের আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত হয়নি। বিরোধীরা পরিকল্পনা মাফিক এলাকার বাসিন্দাদের উস্কানি দিয়ে থানায় হামলা চালাতে বাধ্য করেছে। আইন আইনের পথে চলবে।'

অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী তথা অপর বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ঘটনার পিছনে বিজেপির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে অভিযোগ তুলে বলেন, 'থানার উপর আক্রমণ পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, তাদেরকে খুঁজে অবিলম্বে পুলিশ গ্রেফতার করুক।' অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস বলেন, 'একটা খুনের ঘটনা এক সপ্তাহ কাটতে চলল। অথচ পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিযুক্তরা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে ধরছে না পুলিশ। এলাকার বাসিন্দারা তো স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ হবেন। তবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়া উচিত হয়নি।'

ঘটনার এক সপ্তাহ পার হতে চললেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। দুষ্কৃতীরা কেন গ্রেফতার হচ্ছে না, তা জানতে এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নিহত ব্যবসায়ীর আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা থানার ওসি রাজু স্বর্ণকারের সঙ্গে কথা বলতে আসেন। সেই খবর এলাকার বাসিন্দাদের কানে পৌঁছাতে তারাও একে একে থানার সামনে ভিড় জমাতে থাকেন।

সূত্রের খবর, সে সময় থানার ভেতরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন। এরপরই কয়েকজন থানার বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তা শুনে থানার বাইরে অপেক্ষারত কয়েকশো বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই বিক্ষোভ থেকে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। একসময় উত্তেজিত বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে থানার গেটে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্যরত দুই পুলিশকর্মীকে সরিয়ে দিয়ে থানার ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। এমনকি বিক্ষোভকারীরা থানার ভেতরে পুলিশকে লক্ষ্য করে বাইরে থেকে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পুলিশকর্মীরা প্রথম দিকে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে বাঁচতে থানার দোতলায় লুকিয়ে পড়েন। অনেক পুলিশকর্মী আবার থানা ছেড়ে পালিয়েও যায়। এরপর থানার পাশে থাকা পুলিশের বেশ কয়েকটি মোটর সাইকেলে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। এমনকি থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পুলিশকর্মীরা একসময় আতঙ্ক কাটিয়ে থানার বাইরে বেরিয়ে এসে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পাল্টা লাঠি চার্জ করলে পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে কয়েকশো বিক্ষোভকারী। তখন বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় বলে অভিযোগ। তবে অন্ধকার নেমে আসায় বিক্ষোভকারীরা পিছু হঠে। রাত পর্যন্ত গোটা এলাকা পুলিশের দখলে। তবে রাত পর্যন্ত জেলা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন ঘটনায় ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি। এই ঘটনায় ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, আগুন লাগানো, খুনের চেষ্টা ও বেআইনি অস্ত্র মজুতের অভিযোগে অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার কাকদ্বীপ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে চারজনের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত আর বাকি পঁয়তাল্লিশ জনের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কাকদ্বীপ আদালতে ধৃতদের নিয়ে এল পুলিশ। –নিজস্ব চিত্র

ঢোলাহাটে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার ঢোলাহাট থানার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বিজেপি–র মাদার কমিটির সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দেবশ্রী চৌধুরী, রাজ্য বিজেপি নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, মৌসুমী বিশ্বাস, বিজেপির জেলা সভাপতি (পশ্চিম) অভিজিৎ দাস (ববি) প্রমুখ। দেখা করেন ঢোলাহাট থানার ওসির সঙ্গে। ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন যেভাবে বাইরে থেকে অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা গন্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করছে, তাতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিষয়টি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানো হবে। অভিজিৎ দাস বলেন এই জেলার ক্যানিং, কুলপি, উস্তি, ঢোলাহাটে জেহাদি নেটওয়ার্ক বন্ধ করতে হবে। এই জেহাদি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর ফিরল না সালাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরালা থেকে বছর খানেক পর ঈদের ছুটিতে ঢোলাহাটের ফটিকবেড়িয়ার বাড়িতে ফিরেছিলেন বছর চব্বিশের তরুণ সালাম লস্কর। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সঙ্গে এদিনের ঈদের দিনটি উপভোগ করতে চেয়েছিল সালাম। রবিবার বিকেলে ছোট ভাই সামাদকে নিয়ে সাইকেলে চেপে ঢোলাহাটের বাজারে ঈদের কেনাকাটা করতে এসেছিল সালাম। পরিবার সূত্রের খবর, তাদের বাজারে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ–জনতার সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ভয়ে ভাই সামাদ পালিয়ে গেলেও সাইকেল নিয়ে ঢোলাহাট–রামগঙ্গা রোডের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল সালাম। কি করবে বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে একটি গুলি সালামের বুকের ডান দিকে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ঢোলাহাট হাইস্কুলের গেটের সামনে রাস্তার উপর পড়ে ছিল। সন্ধের দিকে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী তাকে উদ্ধার করে ঢোলাহাটের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। কিন্তু সালামকে তাঁরা চিকিৎসা করতে রাজি হয়নি। এরপর সালামকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় জুমাই নস্কর হাটের আরেকটি নার্সিংহোমে। সেখান থেকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে ভাই সামাদের অভিযোগ। রাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মহানগরে

ডেঙ্গু : দুরকম নির্দেশিকা রাজ্য ও পুরসভার

বরুণ মন্ডল

ছোট ভাই অন্যায় কাজ করলে সেটা 'অন্যায়' হিসাবে মান্যতা পায়। আর বড়ো দাদা অন্যায় করলে সমাজে সেটা মান্যতা পাচ্ছে না। কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এটা খুব ভালো করে শিখে নিয়েছে। এনএস–১ পরীক্ষায় ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার পর যদি আই জি এম পরীক্ষায় 'নন রিঅ্যাকটিভ' হয় তা হলে দ্বিতীয়টিকেই গ্রাহ্য করা হয়। তবে ডেঙ্গু মৃত্যু অস্বীকারের দায়ভার কলকাতা পুরসভা (ছোট ভাই) নিজেদের ঘাড়ে নিতে নারাজ। কারণ পুরসভা ভালো করেই জানে, দায়ভার নিলেই সেটা 'অন্যায়' হয়ে যাবে। তাই তাদের দাবি, কোনটা 'ডেঙ্গু–মৃত্যু' আর কোনটা 'ডেঙ্গু'তে নয়, সেটার নির্ণয় পুরসভা করে না। সমস্ত রিপোর্ট রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে (বড়ো ভাই) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারাই সমস্ত বিষয়টা নির্ণয় করে।

ডেঙ্গুর চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে এনএস–১ পরীক্ষা হয় জ্বর শুরু হওয়ার তিন দিনের মাথায়। আর আইজিএম পরীক্ষা হয় পাঁচ দিনের মাথায়। কিন্তু এ মরসুমে ডেঙ্গু এমন আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে যে,বহু ক্ষেত্রে আইজিএম পরীক্ষার আগেই অর্থাৎ জ্বর শুরু হওয়ার পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটছে। ফলে আইজিএম পরীক্ষার সুযোগই থাকছে না। এ মরসুমে এমন তথ্য যথেষ্ট সংখ্যায় উঠে এসেছে। রাজ্যের প্রায় ১৫

জনের মৃত্যু হয়েছে জ্বর শুরু হওয়ার তিন থেকে চার দিনের মাথায়। কলকাতা পুর এলাকাতেও এমন ঘটনা ঘটেছে অন্তত আট জনের সেক্ষেত্রে। যদিও তাদের প্রত্যেকেরই এনএস–১ পরীক্ষায় ডেঙ্গু পজিটিভ মিলেছে। এরা প্রত্যেকেই ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়েই হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিন্তু ওই আইজিএম পরীক্ষায় পজিটিভ না পাওয়ার অজুহাতে পুরসভা ও পুরসভার একেবারে বাধ্য ছাত্র রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সেগুলিকে ডেঙ্গু–মৃত্যু বলে স্বীকারই করেনি।

এদিকে পুরসভা ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের এই অবস্থানকে অদ্ভুত বলে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা 'ন্যাশনাল ভেক্টর–বর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের কর্তাব্যক্তিরা। সংস্থার অধিকর্তা এস ধারিয়াল পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'এনএস–১, অথবা 'আইজিএম এলাইজা'–এই দুই পরীক্ষার কোনও একটি পজিটিভ হলেই তাকে 'কনফার্মড ডেঙ্গু' বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর তা না হলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া বোঝাবে। চলতি বছরের জুন মাসের গোড়ায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ এই সংস্থার এক নির্দেশিকায় পরিষ্কার বলা হয়, এনএস–১ অথবা আইজিএম এলাইজা–কোনও একটি পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ হলেই নিশ্চিত ডেঙ্গু বলে ধরে নিতে হবে। এছাড়া 'পলিমারিজ চেন রিঅ্যাকশন' (পিপিআর), আইজিজি বা ব্লাড কালচার পরীক্ষা করেও ডেঙ্গু নির্ণয় করা যেতে পারে। একারণেই পুরসভার ডেঙ্গু নির্ণয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শ'পাঁচেক বাড়ি পড়ার অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার ডিরেক্টর জেনারেল (বিল্ডিং– টু) দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, কলকাতা একটি তিনশো বছরেরও অধিক বছরের পুরোনো শহর। তাই এ শহরে পুরোনো বাড়ির সংখ্যাটা বেশি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ মুহূর্তে কলকাতায় বাড়ির সংখ্যা ৯,৬৪,০০০–এর অধিক। দেবাশিসবাবু জানান, কলকাতায় প্রাচীন বিপজ্জনক বাড়ি তিন হাজারেরও অধিক। এর মধ্যে প্রায় ২,৪০০টি বাড়িই রয়েছে সাবেকি উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। আবার এর মধ্যে খুবই বিপজ্জনক বাড়ি শ'পাঁচেক যেগুলি যখন তখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বলে। পোস্তা (ওয়ার্ড নম্বর–২৩), বড়বাজার (ওয়ার্ড নম্বর–২৩)। কলেজ স্ট্রিট (ওয়ার্ড নম্বর–৪০), কলুটোলা, রবীন্দ্র সরণির (ওয়ার্ড নম্বর – ৯) মতো জায়গায় এমন বাড়ির সংখ্যা বেশি। দেবাশিসবাবু বলেন, দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে কাউকে বাসস্থান থেকে জোর করে উচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষ করে যেখানে লোক বসবাস করে। সেই বাড়ি ভাঙতে হলে প্রথমে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুরসভার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক কারণে বা মানবিক কারণেও বাড়ি

থেকে পরিবারকে সহজে হটানো যায় না। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে এ ধরনের বাড়ি চিহ্নিত করে ভাঙার কাজ চলছে। ভাঙতে গিয়ে পুরকর্মীরা বিপদের মুখে পড়ছেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

বিরোধী আওয়াজ না থাকা মোটেই শ্রেয় নয়

কথায় আছে গণতন্ত্র সমৃদ্ধ হয় বিরোধীদের দ্বারা। 'সংসার সুন্দর হয় রমনীর গুণে' প্রবাদ বাক্যটি তাই একটু পালটে বলা যেতেই পারে 'গণতন্ত্র সুন্দর হয় বিরোধীর গুণে'। কিন্তু সেই বিরোধীরা যদি নির্গুণ হন তা হলে গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ একথা প্রায় সকলেই মানবেন একবাক্যে। আর বিরোধীদের এই ভোঁতা রূপ ক্রমে আমাদের রাজ্যে একদলীয় একটা সিস্টেম যেন সবার অলক্ষ্যে কায়েম করছে। শাসকের এখানে যে দোষ তা বলব না। এমন দুধেভাতে বিরোধী দল বা বিরোধী নেতা পেলে কেই বা তা কাজে লাগাবে না। যদিও এর ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর যে দুর্বল হচ্ছে তা তো কারও কাম্য নয়। এটা ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকার রাজ্যে বেশ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও রাজ্যকে জাতীয় মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও রয়েছে। এর পাশাপাশি সরকারি দলের বড়, মেজ, ছোট কর্তাদের দাপাদাপিও যে সমানতালে চলছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী একহাতে কতটাই বা সমালাবেন। মাঝেমধ্যেই তিনি দলের এইসব 'দুষ্ট গরু'দের কড়া চোখ রাঙানি দিচ্ছেন। দু–একটাকে গারদবাস পর্যন্ত করতে হচ্ছে সুপ্রিমোর অঙ্গুলিহেলনে। এতে সামান্য কিছু হেলদোল ঘটলেও ফের যেই কে সেই অর্থাৎ তথৈবচ পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই কিছুতেই মিলছে না। অথচ প্রকৃত বিরোধী দল বা শক্তিশালী নেতানেত্রীরা যদি উলটো প্রান্তে থাকেন তা হলে অনেক অসাধ্য সাধনও সম্ভবপর হয়। এই অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসী ভালোমতো প্রত্যক্ষ করেছেন বিগত সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন যে সঠিক ছিল আজ তা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আবার একথাও ঠিক সব ব্যাপার নিয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের কাজিয়াও শ্রেয় নয়। বরং একসঙ্গে উভয়পক্ষ বসলে অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে পারে। টাটারা যখন সিঙ্গুরে কারখানা করতে পারলেন না তারা দ্বারস্থ হন গুজরাট সরকারের। সেখানকার শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দল এই ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৎপর হয়ে ন্যানো কারখানার পথ সুগম করে দেন। এই রাজ্যেও সেসময় যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকে বসিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি। যদিও গুজরাটের মতো এ রাজ্যের দুপক্ষ এক হতে পারেনি। তাও বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে মজবুত করে তুলেছে। যা বর্তমান বিরোধীদের থেকে একেবারেই মিলছে না। বিরোধীদের এই ব্রাত্য থাকা সামজব্যবস্থার পক্ষেও যথেষ্ট হানিকর।

অমৃত কথা

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। আধুনিক ভারতবাসী আর্যকূলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফূরণ হইবে।

প্রস্ফূরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্বার রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন

হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত–প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাক্ষক্ষ্য–বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে? গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথবা পাঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন সম্বন্ধ মনুক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃপ্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় একবর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরুহ। দেশেভেদে, এমন কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরুহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন প্যান্ডেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যান তারা। অথচ এই ঢোলক বাদকদের ছাড়া দুর্গাপুজোর মহোৎসব কার্যত অন্ধকার। তাই যাত্রা শুরুর আগে সমবেত হয়ে হাল্কা চালে সেরে নিচ্ছেন শেষ দফার প্রস্তুতি।

বাবা–কাকারা ক্রমাগত মিথ্যে বলেন, তাই সন্তানরা পাত্তা দিতে চায় না

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

জগা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল–কার জন্য দাঁড়িয়ে আছো দাদা, ও পাড়ার সেই বামপন্থী নেতার জন্য?

আমি মাথা নেড়ে বললাম–হ্যাঁ।

জগা তির্যক হাসি দিয়ে বলল–পারলে, রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলো দাদা।

আমি বললাম–কেন?

জগা বলল–কারণ, ওদের একমাত্র কাজ হল–'তাল পড়িয়া ঢিপ করিল, নাকি ঢিপ করিয়া তাল পড়িল' এই কূটকাচালিতে ওরা সারা বছর কাটিয়ে দেয়, আর মানুষকেও সেই কূটকাচালির ফাঁদে ফেলে।

আমি মৃদু হেসে বললাম–তুই কি আমাদের কথা শুনছিলি নাকি?

জগা বলল–হ্যাঁ। সেদিন তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে সব শুনছিলাম। তবে দাদা, তোমার একটা কথা আমার খুব হেয়ালিপূর্ণ লাগছিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম–কোন কথাটা?

জগা বলল–তুমি সেদিন বলছিলে যে, যে কোনও মানুষ নাকি চাইলে টাটা–বিড়লা হতে পারে। মেনে নিলাম, কিন্তু বিড়াল কি ভাবে হবে সেটা বোধোগম্য হল না!

আমি হেসে বললাম–তুই কথাটার আক্ষরিক অর্থ ছেড়ে একটু ভাবার্থ বোঝার চেষ্টা কর। অর্থাৎ কোনও মানুষ যদি তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করেন, তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তার যে একাগ্রতা দরকার, সেই একাগ্রতার গভীরতা বোঝানোর জন্য এই কথাটা আমি বলেছি। এ ব্যাপারে আমি তোকে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করব।

তুই নন্দলাল বসুর নাম শুনেছিস নিশ্চয়?

জগা চটজলদি বলল–বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু! মানে যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের....।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। সেই নন্দলাল বসু। তাঁর তখন খুব অল্প বয়স। এক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁকে একদিন নাট্যকার গিরীশ ঘোষের বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

গিরীশবাবু আলাপ পরিচয়ের পর নন্দলাল বসুকে জিজ্ঞাসা করলেন–ওহে, তুমি কি করো?

নন্দলাল বসু জবাব দিলেন –ছবি আঁকি।

গিরীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি 'হয়ে উঠতে' পারো?

নন্দলাল বসু অবাক হয়ে বললেন–'হয়ে ওঠা' মানে?

গিরীশ ঘোষ হেসে বললেন–এই ধরো, আমি মাঝে মাঝে বিড়াল হয়ে যাই। আমি বিড়াল হয়ে খাটের নীচে ঘাপটি মেরে থাকি। বিড়ালের মতো মিঁউ মিঁউ ডাকি। খামচি দিই। মাটি থেকে বিড়ালের মতো খাবার চেটে খাই। তখন আমার লোকজন আমাকে খাটের নীচ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করেন। আসলে আমি আমার চরিত্রের সঙ্গে এইভাবে এক হয়ে যাই। তোমাকে এই রকম হয়ে উঠতে হবে।

এই প্রসঙ্গ ধরে পরবর্তী সময়ে নন্দলাল বসু তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা গল্প বলেছিলেন যে, এক রাজা তাঁর বাড়িতে সেই দেশের এক নামকরা শিল্পীকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে শিল্পীর দেখাশোনার জন্য এক কিশোরীকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন।

এক মাস বাদে রাজা সেই কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন–শিল্পী কেমন ছবি–টবি আঁকছেন?

উত্তরে কিশোরী একটু রাগের সঙ্গে বলল– না, রাজা মশায়, এই শিল্পী খালি খায়–দায় ঘুমোয় আর বারান্দায় বসে কি যেন সব ভাবেন।

রাজা বললেন–ঠিক আছে, উনি যেমন আছেন, থাকুন। তুমি কিন্তু ওনার দেখাশোনায় কোনও অযত্ন করো না।

মাস কয়েক বাদে শিল্পী রাজাকে বললেন–রাজা মশায় আমি চললুম। আমার দ্বারা এখন ছবি–টবি আঁকা সম্ভব নয়।

রাজা বললেন–ঠিক আছে। তবে আপনার যখনই ইচ্ছা হবে, এখানে আমার অতিথিশালায় এসে থাকতে পারবেন। আপনার জন্য ঘরটি নির্দিষ্ট থাকবে।

আবার কয়েক মাস বাদে সেই শিল্পী ফিরে এলেন। যথারীতি তিনি রাজার অতিথিশালায় রয়েছেন। এক মাস বাদে সেই কিশোরীকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন–ও মেয়ে, ওই শিল্পী ছবি–টবি আঁকছেন কি?

কিশোরী আবার বিরক্ত প্রকাশ করে বলল–না রাজা মশায়, উনি এখন আরও যাচ্ছেতাই কান্ড করছেন।

রাজা অবাক হয়ে বললেন–কি যাচ্ছেতাই কান্ড করছেন?

কিশোরী বলল–এই শিল্পী এখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়, এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকেন, আর এক পায়ে হাঁটেন!

রাজা হেসে বললেন–তা করুক। তবে তুমি কিন্তু তাঁর অযত্ন করো না।

মাস চার পাঁচেক বাদে শিল্পী এসে রাজাকে বললেন– রাজা মশায়, আমি চললুম। আর এই যে আপনাকে একটা ছবি উপহার দিলুম।

রাজা দেখলেন–একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি। তার মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বক। সেই বকটি মাছের অন্বেষণে স্থির দৃষ্টিতে জলাশয়ের মধ্যে তাকিয়ে আছে। গল্পটি বলে নন্দলাল বসু তাঁর ছাত্র রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

বলেন যে, গিরীশ ঘোষের সেই বিড়াল হয়ে ওঠার বিষয়টি সেদিন আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলাম।

আমি বললাম, জগা একেই বলে 'হয়ে ওঠা'। অর্থাৎ একাগ্রতার এর মতন নিদর্শন আর হয় না।

জগা চিন্তামগ্ন ভাবে বললেন–বেশ বিড়াল হওয়ার বিষয়টি না হয় বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?

আমি বললাম–আসলে এ দেশের রাজনীতি আমাদের মানসিক অবস্থাকে পঙ্গু করে রেখেছে। আমাদের সকলকে দল আর নেতার ওপর নির্ভর করতে শেখানো হয়েছে।

সেই জাল কেটে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না।

জগা তুই আগে নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের পাশ দিয়ে সন্ধ্যের সময় গেলে পরে মেয়েলি কন্ঠে গলা সাধার শব্দ শুনতে পেতিস। হয় সা রে গা মা, নতুবা রাগ রাগিনী সুর। আর শিশু কিশোর কন্ঠে জোরে জোরে পড়া মুখস্থের আওয়াজ শুনতিস নিশ্চয়?

এখন রাস্তা দিয়ে গেলে, বিভিন্ন বাড়ি আর ফ্ল্যাটের ঘর থেকে টিভির শব্দ কানে আসে। চিৎকার চেঁচামেচি আর নেতাদের গলাবাজি। বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম–কংগ্রেস নেতাদের চাপান–উতোর।

দৈনিক খবরের কাগজের প্রথম পাতা থেকে চারের পাতা পর্যন্ত শুধু কচকচানি। রাজনীতি আমাদের জীবনটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে, যাকে বলে একেবারে মাথা মুড়িয়ে খাওয়া।

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শঙ্করের ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায়, ফ্রান্স, লন্ডন বিশেষ করে আমেরিকায় একশো দেড়শো পাতার দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। অথচ সেইসব দেশের সিংহভাগ নাগরিকরা সেসব ছুঁয়ে দেখারও সময় পান না। কারণ তাদের অতো সতো সময় নেই। তাছাড়া রাজনীতি–টাজনীতিতে তাদের আগ্রহ ভীষণ কম। একমাত্র রাতে তারা দৈনিক কাগজের প্রয়োজন ভিত্তিক কিছু লেখা পড়ে দেখেন মাত্র। ওদেশে টিভির হাজারো চ্যানেল আছে। কিন্তু এমন উৎকট রাজনীতির চর্চা সেসব দেশে একেবারে বিরল।

এমন কি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও পশ্চিমবাংলার মতো এমন উগ্র রাজনীতির চর্চা আর কোথাও দেখা যায় না। তাই এখানকার মানুষের কোনও দর্শন চর্চা নেই। জীবনের কোনও লক্ষ্য নেই। চায়ের দোকান, অফিস–আদালত, স্কুল কলেজ সর্বত্রএকটাই সরগরম চর্চা তা হচ্ছে রাজনীতি।

কোন নেতা–নেত্রী কি বললেন, তাঁর কথার উত্তরে কে কী বললেন, সকাল থেকে শুধু এই এক কালচার।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে আফিমের নেশা।

কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ঠিক তার উল্টো।

এখানে রাজনীতি হচ্ছে আফিমের নেশা।

সবাই এতে বুঁদ হয়ে আছেন।

এখনকার সন্তানরা যখন বুঝতে পারল যে বাবা কাকাদের রাজনীতির নেশায় মশগুল থেকে সুফল কিছুই পাওয়া গেল না তখন এই সন্তানদের সিংহভাগই আজ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই ইদানীং অনেক ঝানু রাজনীতিবিদদের আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায় আজকালকার জেনারেশন আর পলিটিক্সে তেমন এগিয়ে আসছে না। অর্থাৎ বাবা–কাকাদের এই নিস্ফলা রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল। জগা ভাব অবস্থা।

হাতে ধরে সন্তানদের নষ্ট করার কি প্রচেষ্টা! আর যে সমস্ত সন্তানরা বাবা–কাকাদের পথ অনুসরণ করেছে, তারাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফিস আদালতে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে।

একদিকে সন্ধ্যের পর টিভিতে ভাসঠাকুর–বৌমা–শাশুড়ি আর দেওর ননদের ঘরেলু হিংসার সিরিয়াল দেখেন গৃহবধূরা এটা নাকি তাদের রিলাক্স দেয়, আর অন্যদিকে গৌতম দেব–সুজন চক্রবর্তী বনাম পার্থ চট্টোপাধ্যায় আর ববি হাকিমের তরজা।

কি দারুণ কালচার!

জগারে এই রাজনীতির যূপকাষ্ঠে পরে আমাদের সন্তানদের কোনও লক্ষ্য তৈরি হচ্ছে না। কি ভাবে লক্ষ্য তৈরি করতে হয় কি ভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় সেই একাগ্রতা আমাদের শেখানো হচ্ছে না।

আমাদের শেখানো হয় ভাগ্য থাকলে টাটা–বিড়লা হওয়া যায়। অথচ মনবিজ্ঞানী থেকে সমাজবিজ্ঞানী, স্নায়ুতন্ত্রবিদ থেকে মস্তিক বিশারদ সকলেই আজ বলছেন, এমনকি খোদ রতন টাটা থেকে মুকেশ আম্বানীরাও বলছেন ভাগ্য নয়, সঠিক পরিকল্পনা আর পরিশ্রম থাকলেই শিল্পপতি হওয়া যায়। ভাগ্যের ভূমিকা মাত্র এক শতাংশ। এই পরিকল্পনা আর পরিশ্রমের মধ্যে ডুবে থাকাটাকেই গিরীশবাবু বলেছেন 'হয়ে উঠতে' পারো? আর রাজার ওই শিল্পী বকের মতো দাঁড়িয়ে খেয়ে শুয়ে নিজের মধ্যে একটা একাগ্রতা আনে বলেই তাঁর আঁকা বকটি অমন জ্যান্ত দেখায়।

আমি বললাম দ্যাখ জগা, সব বাবা মাকেই সন্তানদের তিরষ্কার করে বলতে শোনা যায়, ওরে মন দিয়ে পড়, মন দিয়ে পড়। আমার সেইসব বাবা মায়ের কাছে প্রশ্ন–আচ্ছা কীভাবে পড়াশুনোতে মনোযোগ দেয়া যায় একটু শিখিয়ে দেবেন? প্লিজ!

পতঞ্জলি নামে এক ঋষি দীর্ঘ বছর তপস্যা সাধনা করে তবে 'মনঃসংযোগ' নামক বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন। আর আপনার আমার সন্তান খেলাধুলো (অবশ্য যদি করার সুযোগ পায়) করে এসেই কি ভাবে 'মনঃসংযোগ' করে পড়তে বসে যাবে?

না শিখেই এসব করা যায় নাকি?

এত সস্তা, এত সোজা জিনিস 'মনঃসংযোগ'?

এইভাবে সন্তানদের আমরা অনেক নীতিবাক্য আর জ্ঞান শোনাই যা আসলে ভিত্তিহীন। আর অন্যদিকে সন্তানদের কাছে বাবা–কাকা হিসাবে আমরা প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলি, যে কারণে আজ ঘরে ঘরে সন্তানরা আর বয়স্কদের পাত্তা দিতে চায় না।

জগা আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল, এটা তুমি একদম খাঁটি কথা বলেছ। অনেক পরিবারেই বাবা মা সন্তানদের কাছে ইদানিং অপমানিত হচ্ছেন।

আমি বললাম, কেন হয় জানিস? প্রতিটি দেশের মাথায় বসে যাঁরা মুরুব্বিয়ানা করছেন, তাঁরা মুখে বলেন এক কাজে করেন আর এক। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন 'মন আর মুখ এক করতে হয়'।

বাবা–কাকাদের মুখ আর মন এক নয়। তাই এসব অসাড় রাজনীতিকে ঘৃণার চোখে দেখছেন এ যুগের সন্তানরা। তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সন্তানদের কথাবার্তা আর চালচলনে।

এই রে জগা, এখনও বাজার হয়নি। চললাম। পরে দেখা হলে আবার প্রসঙ্গ তুলব।

সুন্দরবনের ক্যানিং ঘোষপাড়ায় মহাকালেশ্বর মন্দির

বিশ্বজিৎ পাল : ক্যানিং –১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালেশ্বর মন্দিরকে পুজোর থিম হিসাবে ফুটিয়ে তুলছে। পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যকে শিল্পের ছোঁয়ায় নটরাজ থিমের উপর তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যার মধ্যে প্রাচীন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সভ্যতার স্পর্শগুলি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। ৪৯তম বছরের এই পুজোকে ঘিরে শুধু ক্যানিং নয়, গোটা সুন্দরবন জুড়ে উৎসাহ জোগাচ্ছে। আলোকসজ্জায় তুলে ধরা হচ্ছে কন্যাশ্রী পঠন–পাঠন, যুবশ্রী, একটি গাছ একটি প্রাণ। মন্ডপে ভিতরের আবহ সংগীতে মহাকালেশ্বরের আলোকপাত। থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ওয়াই–ফাই ব্যবস্থা ডিজিট্যাল বাংলাকে সামনে রেখে। সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ এবং প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের বই, খাতা ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

নেতাজি সুভাষ ক্লাবের ভাবনা ড্রাগন বুদ্ধের চায়না

কুনাল মালিক : বিষ্ণুপুর থানার রামচন্দ্রনগরের নেতাজি সুভাষ ক্লাব প্রতি বছরই শারদোৎসবে চমক দেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ৩২তম বছরে তাদের ভাবনা 'ড্রাগন বুদ্ধের চায়না'। সংগঠনের সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ সামন্ত জানালেন, চিন দেশের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক বুদ্ধ মন্দিরের আদলে মন্ডপ নির্মাণ হচ্ছে। চিন দেশের শক্তির অন্যতম প্রতীক একটি বিশাল ড্রাগনও তৈরি হচ্ছে। জলের ওপর বিগত ছয় মাস ধরে ২০–২৫ জন কাজ করে চলেছেন। সানমাইকা, প্লাইউড, থার্মোকল, পুঁথি এবং এশিয়ান পেইন্ট দিয়ে মন্ডপ সজ্জা চলছে। বৌদ্ধিক ধাঁচে ২০ ফুট দুর্গাপ্রতিমা মহিষাসুরের হাতের ওপর থাকবে।

অভিনব এই মন্ডপ এবং দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের মূল দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে রাহুল বেরা এবং জয়ন্ত মন্ডল। জ্ঞানানন্দ সামন্ত জানালেন উৎসবের পাশাপাশি নেতাজি সুভাষ ক্লাব এ বছর ৫ হাজার দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করবে। পঞ্চমীর দিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ থেকে বিধায়ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । বাংলা সিনেমার অন্যতম নায়িকা শুভশ্রীরও ওই দিন উপস্থিত থাকার কথা। সংগঠনের সভাপতি হংসরাজ বেরা সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জমিদারি পুজোর মৌতাতে মেতে ডায়মন্ড হারবার

নকীবউদ্দিন গাজী

বাংলার নবাব তখন হুসেন শা। বাংলা জুড়ে লবণ, সাবান ও তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা ছিল ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণ গ্রামের বাসিন্দা অযোধ্যারাম মন্ডলের। তখন ডায়মন্ড হারবারের নাম ছিল হাজিপুর। ব্যবসার সুবাদে মন্ডল পরিবারের সুনাম এলাকা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় পরিবারের

কর্তা অযোধ্যারাম মণ্ডল প্রচুর জমিও কিনেছিলেন। জমিদারি স্বত্ব না পেলেও এলাকার প্রভাবশালী হওয়ার পাশাপাশি প্রচুর জমির মালিকানা থাকার সুবাদে কৃষক অধ্যুষিত বারদ্রোণ লাগোয়া মন্দিরবাজার, ঘটকপুর, হটুগঞ্জ, সরবেড়িয়া সহ আশেপাশের বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে জমিদারি পত্তন করেন অযোধ্যারাম। এলাকায় জমিদারি বিস্তারের প্রায় তিন'শো বছর পর বাংলায় ১২৭২ সালে অযোধ্যারামের বংশধর গোলকচন্দ্র মন্ডল সাড়ম্বরে দেবী দশভূজার আরাধনা শুরু করেন। পুজোর জন্য আলাদা করে বাড়ি লাগোয়া বারদ্রোণ গ্রামে তৈরি করা হয়েছিল বিশাল দালান বাড়ি। এ বছর ১৫১ বছরে পা রাখল মন্ডল পরিবারের পুজো। পুজোর পাঁচটা দিন এলাকার বাসিন্দা তথা প্রজাদের মনোরঞ্জন করতে বসানো হত তরজা ও কবি গানের আসর। সপ্তমীতে এলাকায় ব্রাহ্মণ ভোজন চলত। অষ্টমীতে কুমারী পুজো ও নবমীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হত। এলাকার মানুষরাও পুজোর কটাদিন জমিদার বাড়ির দালানে পংক্তি ভোজ করতেন। তারপর থেকে বংশপরম্পরা ভাবে চলে আসছে মণ্ডল বাড়ির পুজো। কালের নিয়মে জমিদারী আজ আর নেই। কিন্তু পরিবারের পুজোতে কখনও ভাটা পড়েনি। জৌলুস কমলেও পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরিবারের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গত কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। প্রথা মাফিক জন্মাষ্ঠমীর দিন গঙ্গার মাটি দিয়ে প্রতিমা বানানোর কাজ শুরু হয়। বংশপরম্পরা ভাবেও প্রতিমা তৈরি করে আসছেন মৃৎশিল্পীরাও। এমনকি পরম্পরা ভাবে পুজোতে ঢাক বাজিয়ে আসছেন ঢাকিরাও। পুরোহিতের ক্ষেত্রেও একইরকম প্রথা চলে আসছে। মাসখানেক আগে থেকে পরিবারে পুরেদমে শুরু হয়ে যায় পুজোর তোড়জোড়। বাড়ির মহিলাদের পাশাপাশি ছোটরাও নানা রকমভাবে সহযোগিতা করে। এখন আর পাঁঠা বলির রেওয়াজ নেই। দীর্ঘদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে তরজা ও কবি গানের আসর। বছরের বাকি সময় পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য বিদেশ ও ভিনরাজ্যে থাকলেও পুজোর কটাদিন গ্রামের বাড়িতে একসঙ্গে মিলিত হন। এমনকি এই পুজোকে ঘিরে এলাকার বাসিন্দারাও একাত্ম্য হয়ে হই হুল্লোড়ে মেতে ওঠেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। পরিবারের অন্যতম প্রবীণ সদস্য নচিকেতা মন্ডল জানান, 'পরিবারের সমস্ত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় প্রাচীন প্রথা মতেই আজও পুজো চলছে। বর্তমান বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুজো করতে গিয়ে দেখছি বাজেট অনেকটাই বাড়াতে হয়েছে। তবু আমার আপ্রাণ চেষ্টা করছি বাড়ির পুজোকে সাজিয়ে তুলতে।'

বীরভূম বার্তা

বদলে গেল ‘হাটতলা’

অভীক মিত্র : বদলে গেল প্রায় ১৫০ বছরের লাভপুর গ্রামের ‘হাটতলা’র ঠিকানা। এস ‘হাটতলা’র সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি। রাজ্য সরকারের কিষাণমান্ডিতে শুরু হল নতুন সবজি হাট।

প্রায় ১৫০ বছর আগে জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জায়গায় সবজি হাট বসিয়েছিলেন। যাদবলাল ট্রাস্ট হাট দেখাশোনা করতো।

কিষাণ মান্ডিতে সবজিবাজারের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। সবজিবাজারে থলে হাতে বাজার করেন বিধায়ক। যাদবলাল ট্রাস্টের সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃপুত্র বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিষাণ মান্ডিতে দুটি শেড সহ ১৮টি স্টল রয়েছে। নামমাত্র টাকায় স্টলগুলি পাবে ব্যবসায়ীরা।

ট্রেনেই প্রসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝাড়খন্ডের কোটালপুকুর গ্রাম থেকে রামপুরহাট আসছিল সন্তানসম্ভবা তনু কেশরী। মুরারয়েই কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় সে। স্বামী উত্তম কেশরীকে স্টেশন মাস্টার সাহায্য না করে ফিরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।এই দেখে থাকতে না পেরে এগিয়ে আসে তিন যুবক। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কদম রসুল ও সুদীপ শর্মা। মুরারই স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে শুয়ে কাতরাতে থাকা তনুকে ট্রলিতে চাপিয়ে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে ওই তিন যুবক। বর্তমানে সুস্থ রয়েছে মা ও মেয়ে।

গৃহবধূকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমের মহম্মদবাজারের ম্যানেজার পাড়ার এক আদিবাসী মহিলার সঙ্গে ভিনজাতের যুবকের সম্পর্ক ছিল বছর দুয়েক। অনেক মানা করা সত্ত্বেও কথা শোনেনি। সালিশি সভা বসিয়ে রাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ৫ বিঘা জমি জরিমানার নিদান দেয় মোড়ল। সালিশিসভা না মানায় গৃহবধূকে গাছে বেঁধে চলে অত্যাচার। যুবককে গাছে বেঁধে রাখা হয়। ঘটনায় কলঙ্কিত হলো বীরভূম জেলা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ সেপ্টেম্বর সকালে সিউড়ি জেলা সংখ্যালঘু ভবনের ভিতর থেকে এক নৈশ প্রহরীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম অশোক দে। টেবিল থেকে পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট, কাগজ। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলাশাসক। সকালে দরজা না খোলায় দমকল ও পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।

অভিযোগ না তোলায় হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্ষণের অভিযোগ না তোলায় ধর্ষিতা গৃহবধূকে মারধর করার অভিযোগ উঠল ধর্ষক ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। লালিয়াপুর গ্রামের ঘটনা। ২২ আগস্ট গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করে স্থানীয় যুবক বাপি মির্ধা। পঞ্চায়েতকে জানিয়ে আসার পথে বাপি হামলা চালায় অস্ত্রসহ গৃহবধূর স্বামীর ওপর। ২৪ আগস্ট সকালে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বাপির দিদি অঞ্জলি, ভাগ্নী পূজা মির্ধার বিরুদ্ধে। ধর্ষণের অভিযোগ তোলার জন্য গৃহবধূকে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সাপের কামড়ে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ সেপ্টেম্বর রেললাইনের পাশে মাঠে কাজ করার সময় সাপে কামড়ায় গড়গড়া গ্রামের অন্ন বাউরীকে (৬৩)। মানসায়ের পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ সেপ্টেম্বর বিকালে মারা যায় সে। ২ সেপ্টেম্বর সাপের কামরে মারা যায় পাইকপাড়া গ্রামের সোমনাথ সালুই (২৮)। গত ২ সেপ্টেম্বর রাতে বিষধর সাপে কামড়ায় মুরাদগঞ্জ গ্রামের শিশুকন্যা বর্ষা বাগদীকে। মারা যায় বর্ষা। এরপর ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করেও বাঁচানো যায়নি বর্ষাকে।

সাহাপুর গ্রামের শেখ গাডফিল, জারিদাপুর গ্রামের এক বধূ সাপের কামড়ে জখম হয়ে নাকড়াকোন্দা হাসপাতালে ভর্তি।

গুলিবিদ্ধ রিকশা চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরের মোলডাঙা ক্যানেলে এক রিকশাচালকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের নাম নাসির শেখ (৪৫)। গত ২৪ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা থেকে নিখোঁজ ছিল সে।

২৫ আগস্ট মোলডাঙা ক্যানেলে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। নাসিরের বাড়ি বোলপুরের নিচু বাঁধগোড়া এলাকায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শান্তিনিকেতন থানায় বিক্ষোভ দেখায় নিহতের পরিবার।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা তিন মাস ধরে সবজি বিল পাচ্ছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধিকাংশ ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা গত তিনমাস ধরে সবজি বিল পাচ্ছেন না। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আইসিডিএস দফতর থেকে চাল, ডাল, তেল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রের শিশু ও তার মায়েদের জন্য ডিম, টিফিনের ফল, সোয়াবিন, সবজি, জ্বালানি খরচ কর্মীদের সারা মাস চালাতে হয়। মাসান্তে কর্মীদের অনারিয়ামের সঙ্গে সবজি বিলের মূল্য ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেনিফিসিয়ারি অনুযায়ী সবজি বিলের মূল্য নির্ধারণ হয় সরকারি রেট অনুযায়ী। বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে কোনও কোনও কর্মীদের ক্ষেত্রে এই বিলের মূল্য প্রতিমাসে প্রায় চার হাজার থেকে ১০ হাজার পর্যন্ত হয়ে যায়। বর্তমানে বিগত তিন মাস ভেজবিল না পাওয়ায় কর্মীরা বেজায় সমস্যায় পড়েছেন। বিভিন্ন ব্লকের সিডিপিওদের বিষয়টি জানিয়েও সমাধান হচ্ছে না। বেশ কিছু ব্লকের অনেক কর্মীরা টিফিন বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেবে বলে স্থির করছেন। পুজোর মুখে যাতে সমস্যার সমাধান হয় তার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বজবজ–২ নং ব্লকের

সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক সোনালী গুহর প্রতিনিধি গোরাচাঁদ সাঁতরা জানালেন, কেন্দ্রীয় সরকার আইসিডিএসের বরাদ্দ টাকা পাঠাচ্ছে না। তার ফলে এই সমস্যা হয়েছে। আমরা সামগ্রিক বিষয়টি নিয়ে জেলার ডিপিওর সঙ্গে কথা বলব। যাতে পুজোর মুখে বকেয়া বিল কর্মীরা পায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত গত ১১ আগস্ট সোনারপুরে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আগে রাজ্যের আইসিডিএস প্রকল্পে কেন্দ্র দিত ৯০ শতাংশ টাকা, রাজ্য দিত ১০ শতাংশ। এখন রাজ্যকে দিতে হচ্ছে ৯০ শতাংশ, কেন্দ্র দিচ্ছে ১০ শতাংশ। তার ফলে কর্মী ও সহায়কদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে জানার জন্য জেলার ডিপিও অরুময় রায়কে ফোন করলে, তিনি জানান এ প্রসঙ্গে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। জেলা শাসক যা বলার বলবেন। জেলা শাসক পিবি সেলিমকে ফোন করলে তিনি জানান, বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) দেখেন, তাঁর কাছে জানতে চান। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) চৈতালী চক্রবর্তীকে ফোন করলে তিনি জানান, দফতর থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পুজোর আগে কি সমস্যার সমাধান হবে? সে প্রশ্নে তিনি বলেন, এই প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারব না।

অঙ্কন প্রতিযোগিতায় সাক্ষরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দফতরে বৃহস্পতিবার সকালে অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালিত হল। দুপুর ১২টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীরা সাক্ষরতা সম্পর্কে নানা বিষয়ের উপর মনোভাবনা তাদের চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে। মোট ১৫টা বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে মোট ছয়জন করে স্টুডেন্ট এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রথম স্থানাধিকার করে বিষ্ণুপুর–১ এর সাব ডিভিশন সদর আলিপুরের সেবানগর বালিকা বিদ্যালয়। তাদের উল্লেখ্য বিষয় ছিল শিক্ষার আলো সমগ্র মানবজাতির মধ্যে জাতিবিচার না করে ছোট–বড় নির্বিশেষে সর্বস্তরের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রথতলায় একরাতে চারটি দোকানে চুরি, ব্যবসায়ীদের রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার রথতলায় রাতে চারটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। দুটি মুদিখানা, একটি চাল এবং একটি স্টেশনারি দোকানে চুরি হয়। সকালে ব্যবসায়ীরা জানতে পারলে, রথতলায় ৭৬এ রোডে রাস্তা অবরোধ করে। তারপর নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র ঘটনাস্থলে এসে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা বলেন। এবং চুরির ঘটনার অভিযোগ এলে তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন। তারপর অবরোধ ওঠে। স্থানীয় মানুষরা জানান ওই দিন রাতে সিভিক পুলিশ এবং নাইট গার্ড থাকা সত্ত্বেও এই চুরির ঘটনায় তারা হতবাক। চক মানিকের পর বাওনতলার কাছে একটি যুবকের মৃতদেহ স্থানীয় মানুষজন ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে দেখতে পান। জানা যায় ওই যুবকের নাম মোমিন শেখ (২৭)। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। নোদাখালি থানা সূত্রে খবর রথতলার চুরির ঘটনা এবং বাওনতলার কাছে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে নিশ্চয় পুলিশী তদন্ত হবে।

প্রসঙ্গত, নোদাখালি থানায় বর্তমানে যিনি আইসি আছেন, কিছুদিন হল তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। নতুন আইসি আইন শৃঙ্খলা ও চুরির ঘটনা প্রতিরোধ করতে নানা কর্মসূচি নিচ্ছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। বলাবাহুল্য নতুন আইসি আসার আগে থেকেই বাওয়ালি নোদাখালি এলাকায় অনেকগুলি চুরির ঘটনা ঘটেছে। কালীনগর এলাকা থেকে এক রাতে তিনটি বাইক চুরি হয়। তারও কোনও সমাধান হয়নি। নোদাখালি থানা সূত্রের খবর রথতলার চুরির ঘটনায় নতুন আইসি রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এলাকার আইন শৃঙ্খলা ও চুরির ঘটনা রুখতে আই সি বিশ্বজিৎ পাত্র আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছেন।

টাকা আত্মসাৎ ক্যানসার রোগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেসবুকে প্রেমালাপ করে ১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল এক যুবক। গড়িয়ার এক মহিলার সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় হরিদেবপুরের বাসিন্দা প্রজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর সেই মহিলার ব্রেন টিউমার হয়। ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নিয়ে আসে। ওখানকার চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন মহিলাকে যে এরপর থেকে একটি করে অন্য ধরনের কেমো দিতে হবে। ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে প্রজ্জ্বলকে সব ঘটনা জানায় সে। প্রজ্জ্বল বলে কোনও চিন্তার কারণ নেই। আমার কাকা সাংসদ ফুটবল খেলোয়াড় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলে দেবেন দিল্লির এইমসে। সেখানে সব বন্দোবস্ত করে দেব। এছাড়া ট্রেন ভাড়া, হোটেল খরচা, সব খরচা বাবদ ১ লক্ষ টাকা লাগবে। চিকিৎসা করানোর জন্য সেই মহিলা চোখ বুজে ১ লক্ষ টাকা প্রজ্জ্বলের হাতে দেন। তারপর থেকে প্রজ্জ্বলের কে পাওয়া যায়নি। একেবারে বেপাত্তা। সোনারপুর থানায় সেই মহিলা অভিযোগ করার পর তদন্তে নামে এক দুঁদে অফিসার রনি সরকার। শুরু হয় অ্যাকশন। হরিদেবপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় প্রজ্জ্বলকে। থানায় নিয়ে আসার পর পরিচয় দেয় বাবার নাম পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকার নাম সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু হয় প্রশ্ন পর্ব। জেরায় সে সবকিছু স্বীকার করে, বলে ১ লক্ষ টাকা নিয়েছি। এরপর সোনারপুর থানা অনুসন্ধান করে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। কারণ সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো বলে অভিযুক্ত পরিচয় দিয়েছিল। সেখান থেকে ফোন আসে প্রসূনবাবুর। বলেন আমার এরকম কোনও আত্মীয় নেই যদি হয় অনেক দূরের সম্পর্ক, আমি চিনি না। কোর্টে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের রায় দেয়। এই ধরনের ফেসবুক প্রেমালাপে সোনারপুরের মতন জায়গায় বিরল ঘটনা ঘটলো।

চিড়িয়ামোড়ে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার দমদম চিড়িয়ামোড় এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী অটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দমদম চিড়িয়ামোড়–এর কাছাকাছি দমদম স্টেশন রোডের উপরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল দশটায় শুরু রক্তদান। শিবিরের প্রায় ৮৫ জন রক্তদান করেন। শিবিরে হাজির ছিলেন দমদম–এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। হাজির ছিলেন পুষ্পালি সিনহা, পল্লব ধর, গৌতম অধিকারী, পল্লব কর সহ বিভিন্ন ব্যক্তির। রক্তদানের গুরুত্ব সকলকে বুঝিয়ে বলেন।

৭০০ বাম তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্য সুপ্রিয়া মন্ডল এবং আরএসপি পঞ্চায়েত সদস্য গুণধর মন্ডল সহ ৭০০ বাম কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। সিপিএম আরএসপি থেকে তৃণমূলে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ক্যানিং১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী।

১০ তৃণমূলী জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে ইটখোলা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রেদোখালি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে মিটিং করার পরে হঠাৎই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আক্রমণ করলে তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য সহ জখম হয় আরও ৯ জন তৃণমূল কর্মী।

হাওড়া বার্তা

সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার রাত সাড়ে আটটার সময় বেলুড়ের লোকনাথ জুয়েলার্সে সোনার জিনিস কিনতে কিনতে দোকানদারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ১৪ হাজার টাকার চার গ্রাম ওজনের দুটি লকেট গায়েব করে দেন খরিদ্দার সেজে আসা দুই ব্যক্তি। দোকানদার রবিবাবু বুঝতে না পারলেও ওই দুই ব্যক্তি দোকান থেকে চলে যাওয়ার পরেই তিনি লক্ষ্য করেন দুটি সোনার লকেট বাক্সে রাখা নেই। সিসিটিভি থেকে বুঝতে পারেন বিষয়টি খানিক পরেই। ততক্ষণে চোর বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন। পরে বালি থানায় খবর দিলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার আমতা স্টেশনে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। স্টেশন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। গত সোমবার রাত থেকে মৃত যুবকের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে মৃত যুবকের দেহ পাওয়া যায় হাওড়া রেলস্টেশনের কাছে। মৃত যুবক হাওড়ার কল্যাণগড় মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা বলে জানা যায়। পরে মৃত দেহটি সাঁতরাগাছি রেল পুলিশ তদন্তের স্বার্থে মর্গে পাঠায়। মৃতর পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয় বন্ধুরাই তাকে খুন করেছে এবং খুন করে হাওড়া আমতা রেলস্টেশনে ফেলে রেখেছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এটা খুন নাকি আত্মহত্যা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

প্রতিবাদীকে হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন মোহনবাগান ফুটবলার বেলুড়ের ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌমেন দত্ত বেআইনি বহুতলের প্রতিবাদ করায় এখন নিজেই কাউন্সিলর ও তার দলবলের হুমকির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক মাস আগে থেকে সৌমেনবাবুর বাড়ির উল্টোদিকে বেআইনিভাবে চারতলা নির্মাণ করায় একটি বহুতলের প্রতিবাদ করে হাওড়া পুরসভাকে লিখিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পুরসভা বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বস্ত করলেও কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। বরং প্রতিবাদের কথা জানতে পেরে এখন হুমকি শুরু হয়েছে। উল্টে সৌমেনবাবু ও দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজির প্রচার করে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ আনেন বলে জানান তিনি নিজেই।

স্কুলের গায়ে মদের ঠেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া লিলুয়ার আনন্দনগরের শ্যাওড়া পোতা খালের পারে বেশ কয়েক বছর ধরে দিনে দুপুরে অবাধে চলছে বেআইনি মদের ঠেক। আগে অবশ্য খালের পার উন্মুক্ত থাকায় মদ কেনা বেচা হত আড়ালে আবডালে, কিন্তু এখন খালের পাড়ে রাস্তার ধারে নতুন নতুন দোকান হওয়ায় মদ ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে কলাগাছ। দোকানের আড়ালে এখন বেআইনি মদের ব্যবসা। খালপাড় ধরে চলতে চলতে দেখা গেল এক মহিলা কালো প্ল্যাস্টিকে মোড়া মদের পাউচ ধরিয়ে দিলেন এক ব্যক্তিকে। খালের পারে রয়েছে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদার টেরিজার মিশন। শিশুদের মাঝেই চলছে এই অবাধ মদ ব্যবসা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদের নাম শুনলেই প্রাণহানির ভয়ে কাঁটা। পুলিশ কিন্তু সব জেনেও নির্বিকার।

সাবওয়ে জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতি বর্ষাতেই এক কোমর সমান জলের তলায় চলে যায় বেলুড় স্টেশনের সাবওয়ে। চরম বিপদের সম্মখীন হন স্থানীয় বাসিন্দা সহ নিত্য যাত্রীরা। ব্যতিক্রম হয়নি এ বছরেও। মাঝে মধ্যে পাম্প চালিয়ে কোনও রকমে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলেও তাতে কিছুই হয় না। আর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে চলেছেন কিছু শ্রেণীর রিক্সা চালকরা। সামান্য ১০ পা জল পেরিয়ে শুকনো ডাঙায় তুলে দেওয়ার জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে হেঁকে বসেন দশ থেকে বারো টাকা।

নিরুপায় হয়ে যাত্রীরা তা মেনেও নেন। সাবওয়ের তলায় জমা জল নিয়ে সমস্যা হলেও নতুন করে দেখা দিয়েছে আর একটি সমস্যা, তা হল বেলুড় টিকিট কাউন্টার গুলির বেহাল অবস্থা। নিসকো মার্কেটের দিকের রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার গুলি বেশ কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ফলে এপারের যাত্রীদের এক কোমর জল ভেঙে ওপারের (বেলুড় মঠের দিকের) টিকিট কাউন্টার দিয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে। আবার ওপারের টিকিট কাউন্টারের পাঁচটি খোপের মধ্যে চারটি কাউন্টারই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।বৃষ্টির জল ঢোকায় মেশিনগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। দুপারের যাত্রী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বিশাল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে গিয়ে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এই বিড়ম্বনার স্থায়ী সমাধান কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা তা বলতে পারছে না রেল কর্তৃপক্ষ।

কথা রাখলেন মমতা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক ও ল্যান্ড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। গোয়ালতোড়ে ল্যান্ড ব্যাঙ্কে ১,০০০ একর জমি রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন এই হাজার একর জমিতে টাটা, বিএমডব্লু সহ যে কোনও কোম্পানি অটো ইন্ডাস্ট্রি করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারে। ইতিমধ্যে সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমির মধ্যে ৬২৩ একর জমির ডিমার্কেশন করা হয়েছে। এবার থেকে প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর দিবস পালিত হবে। সিঙ্গুরের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারক নির্মাণ করা হবে। গ্রাম বাঁচলে তবেই বাঁচবে শহর। তাই গ্রাম বাঁচাতে, সবুজ বাঁচাতে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ মডেল হবে। এদিন মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মমতা দশ বছরের আগের স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে যান। দশ বছর আগের ঘটনাগুলির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, ২০০৬ সালে সিঙ্গুরের জমি বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয় । সম্ভবত পঞ্চমীর দিন খবর আসে জোর করে এক জনের চেক অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে। বিডিও অফিসে ধর্না দিলাম। মাঝরাত্রে শুরু হয় আমাদের ওপর অত্যাচার। সুদর্শন ঘোষ দস্তিদারের পর্যবেক্ষণে বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলাম। আমার পার্লস রেট ৪৫ হয়ে গিয়েছিল। আমার বুকে এমন মার মেরেছিল যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আমি যখন ইসলামপুরে গিয়েছিলাম তখন সিঙ্গুরের প্রতিটি বাড়িতে অত্যাচার হয়। খবর পেয়ে আমি যখন গাড়িতে রওনা হলাম তখন গাড়িতে তেল না থাকার কারণে একটি পেট্রল পাম্পে দাঁড়ালে আমাকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ একটি গাড়িতে তোলে। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি আমাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। মমতা আরও বলেন এই আন্দোলন চলাকালীন লক্ষ্মীপুজোর দিন স্থানীয় বাসিন্দা তাপসী মালিককে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। গুজব রটে তাপসীকে তার বাবাই ধর্ষণ করে খুন করে। স্থানীয় বাসিন্দা বছর দেড়েকের মেয়ে পায়েল বাগ তার মা সমেত জেলে যেতে বাধ্য হয়। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে সেইসময় ২৬ দিন অনশন করার পর ১৬ দিন ধর্না দিই। ধর্নায় থাকাকালীন স্থানীয় মা, বোনেরা চাল, চিঁড়ে, মুড়ি ভেজে নিয়ে আসত আমাদের জন্য। সেই সময় রাতে আমাদের ২০০ জন ঘুমন্ত স্বেচ্ছাসেবককে খুন করার জন্য ট্রাক ছেড়ে দিয়েছিল তৎকালীন সরকার। দশ বছর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর বিডিও অফিস থেকে আমাদের মেরে তাড়ানো হয়েছিল। আর এই ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরের সেই জমি চাষিদের ফেরৎ দেওয়া হল। সিঙ্গুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায় ‘হাজার চুরাশির মা’ সদ্য প্রয়াতা মহাশ্বেতা দেবীকে স্মরণ করেন। মঞ্চে উপস্থিত সমাজকর্মী মেধা পাটেকর আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানান। মঞ্চে তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক, জমি আন্দোলনে শহিদ রিচ কুমার ভুলের বাড়ির সদস্য পায়েল বাগ ও তার মা, ‘মাতঙ্গনী মা’ সরস্বতী দাস প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন। সভা ভাঙার পরেও জয়ের উৎসবে মেতে থেকেছে সিঙ্গুর। মঞ্চের আলো নিভে গিয়েছে। ভিআইপিরা এলাকা ছেড়েছেন। পজোর আগে সেই রাতের উন্মাদনা সম্ভবত এখনো থামেনি।

স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাখরাহাট এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনিল কান্তি দাস

গত ৩১ আগস্ট নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করে রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেছেন। তাঁর স্মরণে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ফিউচার জেমস আকাদেমিতে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। স্মরণ সভার যুগ্ম আয়োজক ছিলেন ডাঃ তরুণ রায় এবং ডাঃ অর্ণব রঞ্জন ঘোষ। ভাবনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অনুপ কুমার ঘোষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ সংঘের সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই,কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ, অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত। বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দত্ত সহ সমানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ডাঃ অনিল কান্তি দাসের শুভানুধ্যায়ীরা। প্রয়াত চিকিৎসকের বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করেন তাঁরা। বাখরাহাট এলাকায় তাঁর আবক্ষ মূর্তি ও তাঁর নামে একটি চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেন অধ্যাপক ।

ভদ্রেশ্বরে রক্তদান

মলয় সুর, চন্দননগর : ওয়েস্টবেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগঠনের উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর শাখা কমিটির ফায়ার সার্ভিসের পরিচালনায় ৮ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভদ্রেশ্বর দমকল শাখার রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের স্বয়ংস্রষ্টা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক। এই শিবিরে রক্তদান করেন ১৫ জন মহিলা সহ মোট ৬০ জন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ওয়েস্টবেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রাজ্য সহ সভানেত্রী আরতি দে। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ ডঃ রত্না দে নাগ। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, আইএনটিটিইউসির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য সন্তোষ মজুমদার, ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি অরবিন্দ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শুভাসিন্ধু দাস, ভদ্রেশ্বর দমকল কেন্দ্রের অফিসার গৌতম রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির জেলা পর্যবেক্ষক রণজিৎ চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক প্রবীর চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁনারা সকলেই রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তাপসকুমার দে বলেন, এই অসহ্য গরমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড রক্তের সংকট দেখা দেওয়া এবং মুমূর্ষু রোগীকে রক্তের যোগান দেওয়ার জন্য এই রক্তদান। এদিন ভদ্রেশ্বর থ্যালাসেমিয়া ওয়েলফেয়ার

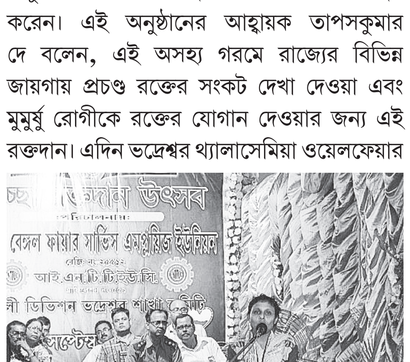

অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সৌমী চক্রবর্তী বলেন, নতুন প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করতে হলে দরকার সমাজের সর্বস্তরের এর ব্যাপকতর প্রচার যেখানে বর্তমান সমাজকে বোঝাতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 47, 17 September - 23 September, 2016

দেশ বিদেশের ঘুড়ি সমাচার

অরুণ কুমার দাস

বিশ্বকর্মা আর সরস্বতী পুজোয় কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর চল

অনেক পুরনো। এই দুটি দিন ঘুড়ি ওড়ানোর পরব হিসেবে চিহ্নিত হল কীভাবে, সে নিয়ে কোনও সাল তারিখের বর্ণনা ইতিহাসে নেই। তবে এটা জানা যায় যে নবাবদের আমল থেকে কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর চল শুরু হয়। লক্ষ্ণৌয়ের এক নবাব কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানো শুরু করেন। সেই সময় আকাশে খেলে বেড়ানো এই কাগজের টুকরোটাকে ঘুড়ি বলা হত না, বলা হত ঘুডডি। সেই ঘুডডি কথাটি কালক্রমে আমাদের ঘুড়িতে পরিণত হয়।

কলকাতার ঘুড়ি ওড়ানোর আগে লক্ষ্ণৌয়ে ঘুড়ি উড়েছিল। লক্ষ্ণৌয়ের এক নবাব নিজের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে চলে আসেন। সঙ্গে বেশ কয়েকটি ঘুড়িও। সেই কয়েকটা ঘুড়ি থেকেই বাংলায় চালু হল ঘুড়ি ওড়ানো। কলকাতার আকাশে অনেক দেরিতে দেখা গেলেও, ঘুড়ির ইতিহাস কিন্তু বহু সাবেকি। জানা যায় যে চিনের আকাশেই নাকি প্রথম ঘুড়ির সুতোতে টান পড়ে এবং এটা প্রায় চার হাজার বছর আগেকার কথা।

সেকালের বাবুরা রোদ পড়তেই ছাদে বসে ঘুড়ির লড়াইয়ে মেতে উঠতেন। এই ঘুড়ির সঙ্গে জুড়ে দিতেন সোনা ও রূপার জড়ি। এই নিয়ে অনেক মজার কান্ডও হত। সারা পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্র সংক্রান্তি আর শুক্লা পঞ্চমী হল ঘুড়ির ওড়ানোর পরব বা উৎসব। গুজরাটে ঘুড়ি ওড়ানো হয় উত্তরণ বা উত্তরায়ণ উৎসবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো বহুদিন আগেই ''ঘুড়ির উৎসব'' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে।

চিন দেশে চিরাচরিত প্রথা মেনে ঘুড়ি ওড়ানো হয় 'লন্ঠন' উৎসবে। সেই দিন ওই দেশের আকাশ জুড়ে দেখা যায় রকমারি রঙের ঘুড়ি। জাপানে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব ৫ মে। সেদিন জাপানে পালিত হয় শিশুদিবস। পৃথিবীতে ঘুড়ি

ওড়ানোর ইতিহাস বহু পুরনো ও বৈচিত্র্যে ভরা। চিনদেশে বিশেষ করে নববর্ষর পরবে আকাশে ওড়ে বিভিন্ন আকারের ড্রাগন ঘুড়ি। চিনে এক সময় পাখির সদৃশ ঘুড়ি তৈরি হয়, সেই ঘুড়ি আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেখম মেলে ধরে।

জাপানে ঘুড়ি ওড়ানোর চল বহু পুরানো। অষ্টম শতকের শেষ দিকে হিয়ন–এর আমলেই এখানে ঘুড়ি ওড়ানোর আবির্ভাব।

চিনারা যখন লন্ঠন উৎসবে আকাশে ঘুড়ি ওড়ায় তখন মনে হয় ছোট্ট তারারা যেন এক অদ্ভুত খেলায় মেতে রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে গ্রামাঞ্চলে ঘুড়ির জনপ্রিয়তা বেশি। চিন ও জাপানের মতো থাইল্যান্ডেও ঘুড়ি ওড়ানোর খামতি নেই। থাইল্যান্ডে ঘুড়ির লড়াই মানে 'চুলা' আর পাফ পাতের লড়াই। এখানে পুরুষ ঘুড়িকে বলা হয় চুলা আর স্ত্রী ঘুড়িকে বলা হয় পাফ পাত। এই ঘুড়ি নিয়ে থাইল্যান্ডে জুয়ারও প্রচলন আছে।

আমাদের কলকাতায় নানা ধরনের ঘুড়ি পাওয়া যায় তবে এর তেমন বৈচিত্র্য নেই। এখানে সব চারকোনা ঘুড়ির মধ্যে ডিজাইনের রকমভেদ প্রচুর। আকাশে এই ঘুড়ি ওড়ানোর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞাপনের আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও ঘুড়ির অবদান কম নয়। স্কটল্যান্ডের দুই ছাত্র ১৭৪৯ সালে ঘুড়ির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন থার্মোমিটার। ওই থার্মোমিটারের মাধ্যমে তারা আকাশের তাপমাত্রা জেনে নিতে চেয়েছিলেন এবং তা সফলও হয়েছিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই ঘুড়ির সাহায্যেই একদিন আবিষ্কার করেছিলেন আকাশের বিদ্যুতের ঝলকানির। তাতে কারেন্ট আছে কয়েকশো ভোল্টের। আমাদের এই কলকাতাতেই ঘুড়ি উড়িয়ে জানান দেওয়া হয়েছিল ফুটবলের খবর। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই ছিল বাঙালিদের এক বিশেষ আনন্দের দিন। সেইদিন মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জিতেছিল গোরা সাহেবদের হারিয়ে দিয়ে। ঘুড়ি নিয়ে রয়েছে আরও অনেক সাজানো কাহিনী।

এখন কিন্তু ঘুড়ি ব্যাপারটাই পুরোটা বিনোদন। এখানে বিশেষ করে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দেখা যায়, বাড়ির ছাদে ছাদে ঘুড়ি–লাটাই হাতে পুরো পরিবার।

কলকাতার ঘুড়িবাজি

পার্থসারথি গুহ

ঘুড়ি ওড়ানোর ক্ষেত্রে চিন–জাপানের ঘরানার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেরও রকমফের রয়েছে। উত্তর ভারতে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় বা সংস্কৃতি হয়তো মিলবে না দক্ষিণ ভারত বা উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে। আবার পশ্চিম ভারতের গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে ঘুড়ি নিয়ে যে মাদকতা তার ছোঁয়া হয়তো অনুপস্থিত কলকাতাতে কিংবা বাংলার অন্যান্য জেলায়। কারণ বঙ্গজ কায়দায় ঘুড়ি ওড়ানোর পর্ব একরকম উৎসবে পরিণত হয়। আর কে না জানে, কলকাতা তথা

রাজ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রধান দিন হল বিশ্বকর্মা পুজো। তার আগে ১৫ আগস্ট থেকে কার্যত শুরু হয় ঘুড়ি ওড়ানোর স্টেজ রিহার্সাল। এছাড়াও শীতের মরসুমে গ্রাম বাংলায় এক ধরণের ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। মূলত নতুন ধান রোপণ বা নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই ঘুড়ির পালা চলে। একেবারে সরস্বতী পুজো পর্যন্ত চলে এই ঘুড়ি ওড়ানো। ঘুড়ি নিয়ে আলোচনা করতে বসলে এরকম টুকিটাকি যে কত কিছু পাওয়া যাবে তার ইয়ত্তা নেই। সেই আলোচনায় যেতে গেলে হয়তো পাতার পর পাতা লিখলেও কুলোবে না। লেখনির মেয়াদ বাড়তেই থাকবে।

আজকের আলোচনা তাই কলকাতার ওপর সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। যার মূল চরিত্র হল 'ঘুড়ি' বাবাজীবন। হ্যাঁ, ঘুড়ির উৎসবে যেভাবে শহর কলকাতা মেতে উঠত বা এখনও মাতোয়ারা হয় তাতে এই কাগজের তৈরি বাহারি 'ওড়নেওয়ালি'র প্রতি আবেগ সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এমনিতে আমরা জানি কৃষ্ণের একশো–আট নামের মতো ঘুড়িও হরেক নামে পরিচিত হয় আকাশ মধ্যিখানে। পেটকাট্টি, মুখপোড়া, চাঁদিয়াল, ময়ূরপঙ্খী এই নামগুলো তো একটা সময় আমাদের মুখে মুখে ফিরত। এখনও যে ঘুড়ির নামপ্রাপ্তি ঘটছে না তা নয়। বরং নয়া যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেট ঘুড়ি, অ্যাপস ঘুড়ি, ফেসবুক ঘুড়ি প্রভৃতিও নাকি নীল আকাশে মেলে ধরছে এখনকার প্রজন্ম। তবে আগের মতো বিশ্বকর্মা পুজো বা তার কিছু আগে থেকেই ঘুড়ি ওড়ানোর মূল সমরাস্ত্র মাঞ্জা তৈরি করার দৃশ্য খুব একটা গোচরে আসে না এখন। রেডিমেড মাঞ্জাতেই যেন বেশি ভরসা এই নবীন ঘুড়িবাজদের।তার মধ্যে আবার ভিলেনরূপে আবির্ভাব ঘটেছে 'চিনা' মাঞ্জার। খোদ রাজধানী দিল্লিতে এই ধারালো মাঞ্জায় গলা কেটে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। যদিও আগে যে মাঞ্জা দেওয়ার চল ছিল তাতে মূলত কাঁচের গুড়ো, সাবু, গদ, অ্যারারুট প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যেত। কেউ কেউ অতি উৎসাহে 'এক্সপেরিমেন্ট' করার জন্য নানা রকম জন্তুর বিষ্ঠা পর্যন্ত সেরা মাঞ্জা তৈরিতে কাজে লাগাত বলেও শোনা যায়। জানিনা এর কি যৌক্তিকতা। তবে কিছু একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল বলেই মনে হয় আজ। এতো গেল আকাশে নিজেদের দখল কায়েম করার অস্ত্র প্রস্তুতের কাহিনী।

এছাড়াও হাজারও রঙ বেরঙের এবং বাহারি নামের যেসব ঘুড়ি আমরা আকাশে উড়তে দেখি তার ঠেকগুলো শিয়ালদহের খুব কাছাকাছি। এই যেমন সার্পেন্টাইল লেনের পাশের এক ঘুঁপচি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে ওই নেবুতলা পার্কের কাছে একটা নয় দুটো নয় একেবারে তিন তিনটি বিখ্যাত ঘুড়ির দোকান চোখে পড়বে। নামগুলোও অদ্ভুত ধরণের সামঞ্জস্য রেখে চালু হয়েছে। এই ত্রিমূর্তি হল যথাক্রমে ইন্ডিয়ান কাইটস, বেঙ্গল কাইটস এবং ক্যালকাটা কাইটস। সূক্ষ্ম কাজের মাধ্যমে কিভাবে আকাশ মাতানোর ঘুড়ি গড়ে তোলা যায় তা দেখতে হলে আসতেই হবে কলকাতার এই সাবেক দোকানগুলিতে। সাবেকিয়ানার কথা উঠলে এবং ঘুড়ির লড়াইয়ের প্রসঙ্গ সামনে এলে নিশ্চিত ভাবে আপনাকে পা রাখতে হবে বনেদি কলকাতা বা উত্তর কলকাতায়। শোভাবাজারের গৌরব এবং ঐতিহ্য বহনকারী রাজবাড়ির ঘুড়ি ওড়ানোর গপ্প কথাতো আজ একরকম মিথ হয়ে গিয়েছে। শোনা যায় এক বাবুর ওস্তাদিতে অপর বাবুর ঘুড়ির ভোকাট্টা হলে কাঁসর ধ্বনিতে মেতে উঠত সেই সব অঞ্চল। এছাড়াও ঢাক ঢোলের সরগরমও ছিল সেই সময়। শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্ত দেবের পরিবার, ছাতুবাবু, লাটুবাবু, মল্লিক বাড়ি, সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের মতো রাজ ঘরানা বা জমিদার পরিবারেও দুর্গা পুজো উদযাপনের মতোই ঘুড়ি ওড়ানোও ছিল উৎসবের মতো। সারাদিনের ঘুড়ির পর্ব মিটলে ভুরি ভোজেরও বিস্তর আয়োজন থাকত। আজও উত্তর কলকাতার সেইসব বনেদি বাড়িতে প্রতীকি ঘুড়ি ওড়ানো হয় ঠিকই তবে সেই প্রাণোচ্ছলতা যেন হারিয়ে গিয়েছে হালফিলের আধুনিকতা এবং বিশ্বায়নের কোলাহলে।

বল্গা হরিণের মৃত্যু

নরওয়ের দক্ষিণে বজ্রাঘাতে ৩০০ বল্গাহরিণের মৃত্যু হয়েছে বলে সে দেশের সরকারের তরফে সম্প্রতি জানানো হয়েছে। এমন ঘটনাকে নজিরবিহীন বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এখানে মোট ১০ হাজার বল্গা হরিণের আবাস। তার মধ্যে মোট ৩২৩টি বল্গাহরিণ মারা গিয়েছে, এর মধ্যে ৭০টি শাবক ছিল। নরওয়ের পরিবেশ বিভাগের দাবি, ২৬ আগস্ট এই এলাকায় ভীষণ বজ্রপাত হয়। এর থেকে বাঁচতে স্বভাববশত অনেকগুলি হরিণ

এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। সেখানেই বজ্র পড়ে হরিণগুলি মারা গিয়েছে। এতগুলি হরিণের মৃতদেহ নিয়ে কি করা হবে তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি নরওয়ের বনবিভাগ। নরওয়েতে সব মিলিয়ে মোট ২৫ হাজার বল্গাহরিণ রয়েছে। এভাবে এতগুলি হরিণের আকস্মিক মৃত্যুতে নতুন করে এদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে প্রশাসন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তো

৩৪ কেজি ওজনের মুক্তোটি গত ১৩ বছর ধরে লুকিয়ে রাখা ছিল মাটির তলায়। ফিলিপিন্সের পালাওয়ান দ্বীপে একটি পরিধারের কাছে রাখা ছিল। অবশেষে এটির খোঁজ মিলেছে। ফিলিপিন্সের পর্যটন আধিকারিক আইলিন আমুরাও এটির খোঁজ পাওয়ার পরে তা সরকারি তত্ত্বাবধানে রেখেছেন এবং বিশ্বের নামি রত্ন বিশারদদের এই বিষয়ে মতামত জানাতে অনুরোধ করেছেন। মনে করা হচ্ছে এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তো। পালাওয়ান দ্বীপের পুয়ের্তো প্রিন্সেসা শহরের একটি হলে লোকজনের দেখার জন্য রাখা হয়েছে এই মুক্তোটি। এই হলটিতে বহু বড় বড় রত্ন সাজিয়ে রাখা রয়েছে। এবার এই মুক্তোটি পরীক্ষার পর পাশ করে গেলেই এই হলের মুকুটে আর একটি পালক

যোগ হবে। এর আগে ১৯৩০ সালে ফিলিপিন্সের এই পালাওয়ান দ্বীপের কাছেই সমুদ্রে সবচেয়ে বড় মুক্তোর খোঁজ মিলেছিল। এই মুক্তোটির নাম লাও কু যার ওজন ৬.৪ কেজি। তবে এই মুক্তোটি যাচাইয়ের পর সবচেয়ে বড় মুক্তোর তকমা পেতে চলেছে। বর্তমানে এর বাজারদর ১০০ মিলিয়ান মার্কিন ডলার।

তথ্য সংগ্রহে সুমন্ত ভৌমিক

মনের খেয়াল

ঈশিতা পাল, অষ্টম শ্রেণি, হাবড়া কামিনীকুমার গার্লস হাই স্কুল

অ্যালার্ম

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

মা ঝিমলিকে বলে গেছেন, সারা দুপুর ঘুমোস না তো! চারটার সময় ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসিস। ঝিমলি তাই ওর নতুন মোবাইলে চারটার সময় অ্যালার্ম সেট করে ঘুমুতে গেল। ঠিক সময়ে ওঠা নিয়ে ওর এতটাই উদ্বেগ ছিল যে চারটার আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ঝিমলি পড়তে বসল। রাতে ঘুমোতে গেল। ভোর রাতে অ্যালার্ম–এর শব্দে ঝিমলির আবার ঘুম ভেঙে গেল। আশ্চর্য হয়ে ঝিমলি ভাবল ও তো অ্যালার্ম সেট করে নি। তাহলে? চেয়ে দেখে বাজে চারটে। মোবাইলটা ভাল করে দেখে ভুলটা ও বুঝতে পারল। অ্যালার্ম সেট করার সময় ও ১৬–০০ না করে ৪–০০ করেছিল।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

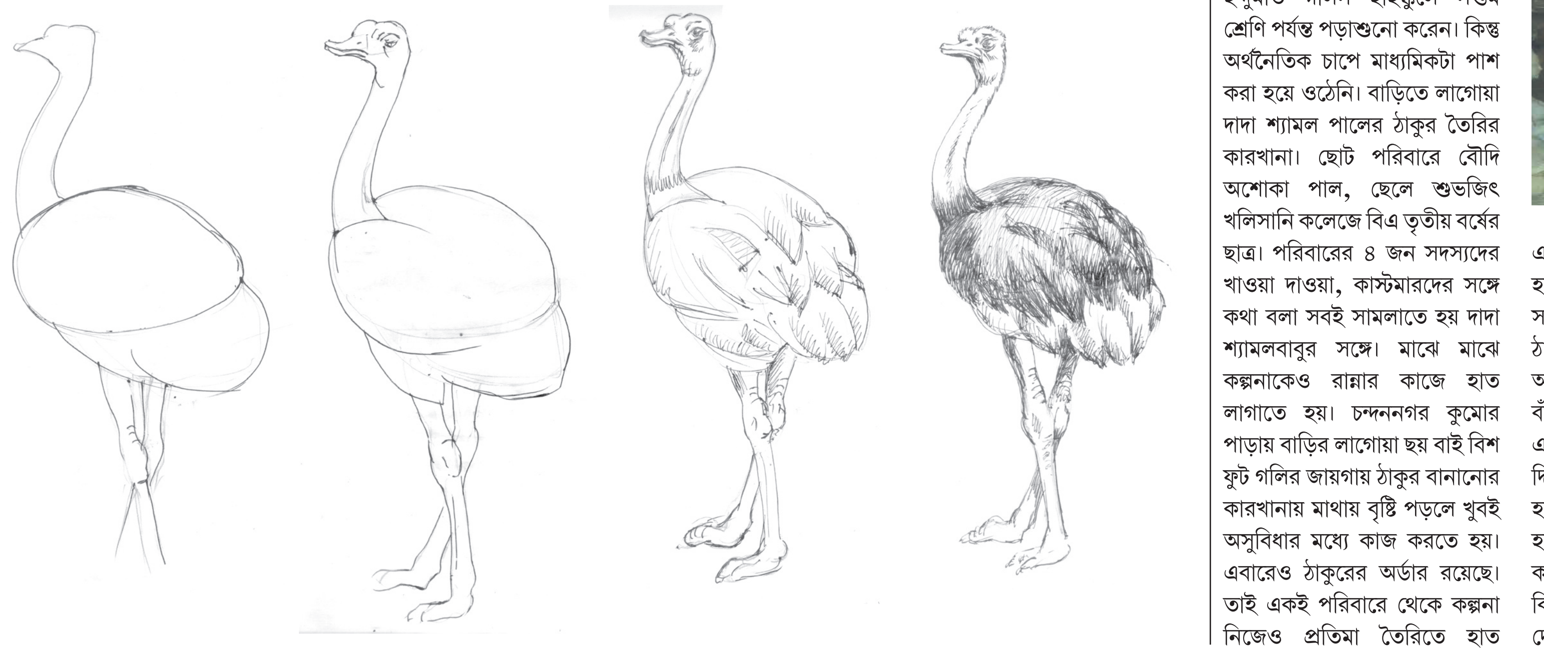

নারী হাতে প্রাণ পায় প্রতিমা

মলয় সুর

শুধু পুরুষ নয়। কুমারটুলিতে মেয়েরাও দাপিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেন। এমনই এক শিল্পী কল্পনা পাল। কাদা–মাটি–খড়–বাঁশ এইসব দেখতে দেখতে কখন যেন বড় হয়ে গিয়েছিল সে। ছোট্ট দুটো হাতে কবে প্রথম কাদা–মাটি উঠেছিল সে স্মৃতি আজ অনেকটাই ম্লান। তবু মনে পড়ে চন্দননগর ডুপ্লেক্স পট্টি কুমোরপাড়ায় ছোট কারখানায় সেখানে বাবা বিখ্যাত শিল্পী রাজগোপাল পাল ঠাকুর গড়তেন। ছোটবেলায় কল্পনার বাবা ব্রজগোপালবাবু মারা যান। তাও কল্পনা আজ দক্ষ পটুয়া হয়ে উঠেছেন। সময়ের সরণি বেয়ে তার জীবনে অনেক বিপর্যয় এসেছে। তবু কোনও এক অজানা শক্তি তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একসময় চন্দননগর ইন্দুমতি গার্লস হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনো করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে মাধ্যমিকটা পাশ করা হয়ে ওঠেনি। বাড়িতে লাগোয়া দাদা শ্যামল পালের ঠাকুর তৈরির কারখানা। ছোট পরিবারে বৌদি অশোকা পাল, ছেলে শুভজিৎ খলিসানি কলেজে বিএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। পরিবারের ৪ জন সদস্যদের খাওয়া দাওয়া, কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলা সবই সামলাতে হয় দাদা শ্যামলবাবুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে কল্পনাকেও রান্নার কাজে হাত লাগাতে হয়। চন্দননগর কুমোর পাড়ায় বাড়ির লাগোয়া ছয় বাই বিশ ফুট গলির জায়গায় ঠাকুর বানানোর কারখানায় মাথায় বৃষ্টি পড়লে খুবই অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। এবারেও ঠাকুরের অর্ডার রয়েছে। তাই একই পরিবারে থেকে কল্পনা নিজেও প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন। ফাল্গুন বা চৈত্র মাস থেকে প্রতিমা বানানোর কাজ শুরু করেন। এখন অবশ্য কাঠামো বাঁধা আর মাটির কাজ তাদের করতে হয় না। কারণ তাদের অধীনেই তখন কাজ করেন কয়েকজন শিল্পী। তাঁরা দিন রোজ হিসাবে কর্মচারি ৫০০ টাকা ও মৃৎশিল্পী ৬০০ টাকা মজুরি হিসাবে কাজ করেন। দো–মাটির কাজ। মুখের ছাঁচ, রঙের কাজ আর মাকে সাজিয়ে যাঁরা পুজো করছেন তাদের হাতে প্রতিমা তুলে দেওয়াই এখন কল্পনাদের কাজ। গঙ্গার ঘাট থেকে মাটি কেনা। বাঁশ–খড়, রং।

এছাড়া প্রতিমার যাবতীয় সাজ কেনা হয় ব্যান্ডেল কার্পাসডাঙা থেকে। সবই একচালা প্রতিমা। এবারে ঠাকুর তৈরির সব উপকরণের দাম আকাশ ছোঁয়া। বাঁশের গোলা থেকে বাঁশ ১৬০ টাকা। তারপর সাজ রং। এরপর মৃৎশিল্পীদের মজুরি সবকিছু দিয়ে লাভের অঙ্ক হয়তো খুঁজতে হবে। তবু বাংলা বছর শুরু হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় কালীঠাকুরের কাঠামো বাঁধার কাজ। এরপর লক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা। তারপর দুর্গার কাজে হাত দেওয়া। দুর্গা প্রতিমার কাজে চার মাস হাড়ভাঙা খাটুনি। পুজোর দিন যত এগিয়ে আসে শুরু হয় রাত জাগা।

মহালয়ার দিন থেকে চলে প্রতিমাকে নিখুঁত করে তোলার কাজ। সেইদিন বিকেল থেকেই এক এক করে ঠাকুর নিয়ে যেতে থাকেন বারোয়ারির লোকেরা। এখানে জগদ্ধাত্রী পুজোর পর একেবারে খালি হয়ে যায়। কল্পনা বলেন, মনটা তখন কেমন হু হু করে। কেমন যেন কান্না পায়। চার মাসের টানা খাটুনির পর পুজোর দিনগুলোতে ক্লান্ত শরীর চায় একটু বিশ্রাম। এই ঠাকুর বানানোর কারখানা থেকেই গত কয়েক বছর ধরে দেশ বিদেশে প্রতিমা পাড়ি দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই এবং বিহারের মুঙ্গেরে সরস্বতী প্রতিমা গিয়েছে। কল্পনা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আপাতত তাই চন্দননগর কুমোর পাড়ায় এক চিলতে গলিতেই পোড় খাওয়া পুরুষ মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে কল্পনার সেই স্বপ্ন বোনার কাজ। তুলির টানে প্রাণ পাচ্ছে মা দুর্গা কল্পনার যত্নে লালিত।

মাঙ্গলিকী

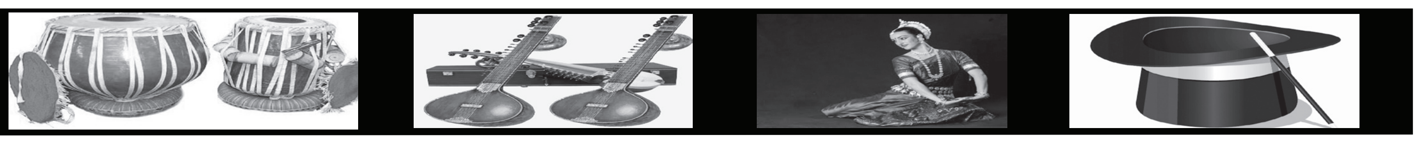

‘শব্দ কিরণ’ –এর শারদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জানাই থেকে প্রকাশিত কবিতা–শব্দ–প্রবন্ধ সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা ‘শব্দ কিরণ’ দশ বছরে পা দিল। পত্রিকার ১৪২৩ শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে ৪ঠা অক্টোবর জীবনানন্দ সভাঘরে। পত্রিকা প্রকাশের সাথে থাকবে সাহিত্য সঙ্গীত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অংশ গ্রহণ করবেন পত্রিকার লেখক লেখিকা গোষ্ঠী। এই সাথে সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ ও আরও বহু বিশিষ্ট জন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকবেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (প্রবন্ধক) সমরজিত চক্রবর্তী সহ সম্পাদক (প্রবন্ধক) পুষ্পা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের সার্বিক নির্দেশনায় থাকবেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি, বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। এদিন শব্দ কিরণের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলা শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের ‘জননী’ শাশ্বতা ‘অরণা বর্ধন’ স্মৃতি রক্ষা কমিটি, ১৪২৩ এর ‘অরুণা বর্ধন সম্মাননা’ তুলে দেবেন দুই বিশিষ্ট জনের হাতে। একজন হলেন ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার নিয়মিত বিশিষ্ট প্রবন্ধক ও সুখ্যাত চিকিৎসক, ডাঃ সুবোধ কুমার চৌধুরী। অপরজন হলেন শান্তিনগর, সাঁপুইপাড়া, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ সোমনাথ পাল (হুগলি জেলা, বালি)। অনুষ্ঠান বিকাল ৫টা থেকে রাত্রি নটা অবধি চলবে। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণ মূলক।

যোগাযোগ : সমরজিত চক্রবর্তী

মোবাইল : ৯৪৩৩১৭৭৯৩১ অথবা ৯৮৩৬৬৪১১৮৩

ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন : মোবাইল : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৪

বর্ধমানে কৃত্তিবাস স্মরণানুষ্ঠান

কল্যাণ রায়চৌধুরী : গত ২৮ আগস্ট বর্ধমান কুমুদ কালিদাস পত্রিকার উদ্যোগে চৈতন্যপুর শৈলেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রয়াত কৃত্তিবাস ঘোষের স্মরণানুষ্ঠান হয়। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় ‘প্রবীণ সাংস্কৃতিক চক্রের সভাপতি মতিলাল মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত আসন অলংকৃত করেন শিক্ষাবিদ উদয়চাঁদ চৌধুরী। এছাড়া বিশেষ অতিথিরূপে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মিনতি রায়, কাটোয়ার প্রাক্তন এসডিও শুভেন্দু যশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রয়াতা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এবারে ‘কুমুদ–কালিদাস সম্মাননা’ পেলেন সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (উত্তর ২৪ পরগণা), চারণ কবি কাঞ্চন মন্ডল (মুর্শিদাবাদ), কবি মৃণাল কান্তি ধারা (বড়বেলুন), কবি বংশগোপাল দাস (কৈচর), মহিলা কবি বাসন্তী পাল (সাঁওতালগ্রাম), কবি তপনকুমার যশ (চৈতন্যপুর) প্রমুখকে। প্রত্যেকের হাতে পুষ্প স্তবক, মানপত্র ইত্যাদিতে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাসুদেববাবুর অনুপস্থিতির কারণে তাঁর সহধর্মীনী কল্পনা মুখোপাধ্যায় উক্ত সম্মাননা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উক্ত অতিথিদের বক্তব্য ও কবিতা পাঠ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ‘আহ্বান’ পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বংশীচন্দ্র ঘোষ, নিত্যানন্দ রায়, বাসুদেব যশ, ভোলানাথ ঘোষ, মনোরমা মন্ডল প্রমুখ।

উদয়চাঁদবাবু ‘সনাতন ধর্ম ও রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে লক্ষ্মীনারায়ণবাবু ‘সমাজ ও সংস্কৃতি’ বিষয়ে এবং মৃৎশিল্পী দীপঙ্কর কর্মকারের ‘কবিতার সুর ও মাধুর্য’ নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কুমুদ–কালিদাস পত্রিকার সম্পাদক কবি ও সম্পাদক চন্দ্র গোপাল ঘোষের ‘শহিদ ও লর্ড’ রচনা পাঠ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবৃত্তি কবিতা পাঠে অংশ নেন লক্ষ্মীনারায়ণবাবু, রীতা দাস, অংকিতা দাস, সপ্তমী ঘোষ প্রমুখ এবং সংগীতে সহদেব প্রামাণিক, রীতা দাস, বাসন্তী পাল, বাসন্তী পাল সহ নৃত্যে ইতি মন্ডল ও সাথী মন্ডল প্রশংসনীয়। সভাপতির ভাষণে মতিলালবাবু ‘কুমুদ কালিদাস’ পত্রিকার এই উদ্যোগ ও নানা কাজকর্মের বিশেষ প্রশংসা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কবি চন্দ্রগোপাল ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি লাইট হাউস গড়িয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে চামড়ার উপকরণ তৈরির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সংশাপত্র এবং কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় চক্রবর্তী। এছাড়াও এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে।

কর্মশালা ও কবিতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকশিক্ষা সংসদের উদ্যোগে গত ২৮ আগস্ট উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙা ঐকতান ভবনে গত ২৬–২৮ আগস্ট তিনদিন ব্যাপী সংগীত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন আকাশবানী কলকাতার নাট্য বিভাগের আধিকারিক ও বিশিষ্ট ঝুমুর গবেষক আশিস গিরি। পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী উক্ত কর্মশালায় অংশ নেয়। এছাড়া সমাপ্তী দিনে রূপশালী সাংস্কৃতিক সংস্থার ৮ম বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষ্যে উক্ত ভবনে অনুষ্ঠিত হয় কবি সম্মেলন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আশিস গিরি ছাড়াও আন্তর্জাতিক ভাস্কর শিল্পী সৌমেন কর, সিনেমার সংগীত পরিচালক অশোক ভদ্র প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কবি রিনা গিরি। উক্ত অনুষ্ঠানে কবি বিপ্লব চন্দ, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর মৈত্র, অর্চনা দে বিশ্বাস, শিল্পী দেবনাথ, শম্পা সাহা প্রমুখ আমন্ত্রিত কবিদের কবিতা পাঠ উপস্থিত শ্রোতা ও উক্ত কর্মশালার ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধ করে এবং করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র প্রাঙ্গন।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘এক্সপেরিমেন্টাল ডিষ্ট্রিক্ট চিলড্রেন ফেস্টিভাল’। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল

‘স্টেট লেভেল থিয়েটার ওয়ার্কশপ’। গত ৭ সেপ্টেম্বর এই রাজ্য পর্যায়ের ওয়ার্কশপের সূচনা হয় ইছাপুর হাই স্কুলে। ইছাপুর হাই স্কুলের ২৫ জন ছাত্র–ছাত্রী এই কর্মশালায় অংশ নেয়। কর্মশালার প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন সৌমজিৎ অধিকারী এবং শিবির পরিচালক ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

সৌমজিৎ অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের মনসংযোগ, সৌহার্দ্য ও শারীরিক বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে একটি নাট্য নির্মাণ করেন। স্কুল ছুট একটি ছেলের মানুষ হয়ে ওঠার গল্প। স্কুল ছুট অভিষেক একদা খেলাধুলায় ছিল এক নম্বর। বহু প্রাইজ তার সংগ্রহে। অভাব আর দারিদ্রের যন্ত্রণায় শিশু বয়সেই তাকে কাজে লেগে পড়তে হয়। শিশু বলেই কাজের ক্ষমতা কম আর সেই কারণেই অর্থ উপার্জনও কম। সামান্য অর্থে সংসার চলে না তাই চুরির পথ বেছে নিল অভিষেক। একদিন চুরি করতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে অভিষেক নিজের বিদ্যালয়ে ঢুকে গেল যেখানে বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের নাটকের মহড়া দিতে ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধুদের একান্ত উৎসাহে সুবর্ণ জয়ন্তীর মশাল দৌড়ে মশাল হাতে দেখা যায় অভিষেককে আগুনের পরশ মণি গানের মাধ্যমে মশালের স্পর্শে অভিষেক শপথ নেয়। ‘ন্যায় ও সত্যের পথে চলবে সারাটা জীবন।’

অবশেষে পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন এখানে ওখানে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য অভিষেককেই সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন। কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকেই মানপত্র দেওয়া হয়। পরবর্তী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে কোচবিহার জেলায়।

আকাশ বলাকার সমৃদ্ধ আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্য পত্রিকা আকাশ বলাকার জুলাই মাসের আসরে এক বিরাট সংখ্যক কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। সঞ্চালনায় যথারীতি আকাশ বলাকার সম্পাদক কবি সুনীল গুহ। প্রথমেই সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সদ্য প্রয়াতা মহাশ্বেতা দেবীর জ্যোর্তিময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। সংক্ষেপে সঞ্চালক প্রয়াতকে নিয়ে যথাযথ বক্তব্য রাখেন। এর পরেই মহুয়া ভদ্রর পল্লিগীতি, ‘পরের জন্মে’ আসরকে সমৃদ্ধ করল। পামেলা সরকারের কবিতা ‘খেলা’ জীবনেরই নানান ‘খেলা’র কথা তথা ঘর থেকে বাইরের জগতকে ছুঁয়ে নানান বেদনার কথাতেই মুখরিত হল— অতি মননশীল রচনা।

স্বরূপ চক্রবর্তীর কবিতা, ‘আগুন’–এ ফুটে উঠলো যে কথা, তা হল মৃত্যুই শেষ কথা নয় খুবই ভালো রচনা। এছাড়াও সম্প্রতি এক কবিতা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্বরূপের কবিতা, ‘মৃত্যুবোধ’, সেটিও তিনি শোনালেন। স্বপন দাসের কবিতা, ‘কবিতা বেঁচে আছে’, গভীর ভাব সমৃদ্ধ, শব্দচয়নও প্রশংসনীয়। প্রবীর নন্দীর অন্য মাত্রার গল্প ‘রহস্যে ঘেরা হিজল গাছ’ সকলেই উপভোগ করলেন।

এর পরেই আসর ঋদ্ধ হল লিপিকা দের অনবদ্য রাগমিশ্রিত নজরুল গীতি, ‘তরুণ কান্তি’–র অনবদ্য পরিবেশনে। গভীর স্মৃতি মেদুর কবিতা। ‘মনে পড়ে যাচ্ছে’ কবি বিধান সাহাকে আরও একবার নতুন করে মননশীল কবি হিসাবে চিনিয়ে দিল। বাসুদেব সাহার কবিতা ‘চেনা গন্ধ’ ‘চিরকালের মায়ের’ কথাই বলল। জাদুকর/সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ, ‘যেন সত্যি সত্যি ম্যাজিক’ বিশ্ববন্দিত জাদুকর (ডঃ) পি সি সরকার জুনিয়র ও এক বরিষ্ঠ গুণী চিত্র শিল্পীকে নিয়েই এক সাম্প্রতিক কাহিনী। সেটিই পড়লেন ‘আলিপুর বার্তা’ থেকে। মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে সভাপতি বিনয় দত্তর সংক্ষিপ্ত ভাষণ সকলেরই মন ছুঁল।

সুকুমার মন্ডলের দারুণ রম্য রচনা ‘সাফাই’, ‘ডবল ডোজ’ ‘আনন্দ’ দিল সবাইকে। এদিনও আসর সমৃদ্ধ হল বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী অঞ্জলি চক্রবর্তীর অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনে (‘দিনের বেলায় বাঁশী বাজিয়ে ছিলে’)। লাবণী মান্নার কবিতা, ‘মেঘ মল্লারে’, ‘বর্ষার বৃষ্টিপাত’ সুনিশ্চিতভাবে বোঝালো তরুণী কবির মননশীলতার উন্নতি ঘটছে...

পার্থ প্রতিম গুহর ‘পত্র লেখা’ কবিতাটি ভাল লাগল। মালা চন্দ পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘অগ্নিবীণা বাজাও’ ও ‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী’ ছিল যথাযথ পরিবেশন। তারাশঙ্কর দত্তের কবিতা, ‘অমৃতা, মহাশ্বেতা’ সকলের হৃদয় ছুঁল। অরুণ ভট্টাচার্যের ‘দুই পৃথিবী’ অসাধারণ ব্যাঙ্গাত্মক’ কবিতা (আজকের সমাজের বিভাজনের কথা)। আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তী সকলের মন ভরিয়ে দিলেন শ্রীজাতর কবিতা, ‘শহিদ’ ও নবারুণ ভট্টাচার্য্যের লেখা ‘আমি একটা ইতরের দেশে থাকি’ অনবদ্য আবৃত্তির মাধ্যম। কবি প্রদীপ গুপ্ত প্রয়াতা মহাশ্বেতা দেবীকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানালেন একটি বাক্যে : ‘বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে কোনও অভিভাবক নেই’— একেবারে ঠিক... এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতা, ‘তোমার প্রতি’র পাঠ ছিল সুনির্বাচিত কবিতা। মিনু প্রধানের পরিবেশন, ‘বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা’ও ছিল সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত। সুনীল গুহর কবিতা ‘মানুষের মতন মানুষ চাই’ যতটা ভাল লাগলো ততটাই খারাপ লাগলো তাঁর দ্বিতীয় কবিতা, ‘অথ ছাগ বন্ধু’— কবিতাটি আসরে যথেষ্ট বিতর্কের কারণ ঘটায়।

সংযোজন : সুনীল গুহকে অনুরোধ করব তিনি যখন আসর সঞ্চালনা করবেন তখন যদি তাঁর মোবাইলে ফোন আসে, তবে দু’একটি কথা বলেই যিনি ফোন করেছেন তাঁকে বলে দেবেন পরে ফোন করতে— এই বলে যেন লাইন কেটে দেন। এদিন তিনি আসর সঞ্চালনার মধ্যে একজনের সাথে প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বললেন— এই প্রতিবেদকের মনে হল সুনীল গুহই একমাত্র ‘হংস’ , বাকিরা সব বক!...

শরৎ সাহিত্য হল বলবর্ধক টনিক যা সমাজ মননকে সুস্থ সবল করে তোলে

নির্মল গোস্বামী

৩১ ভাদ্র অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম দিন। এই সত্যটা আধুনিক প্রজন্মের ১০ ভাগ ছেলেমেয়েরা বোধ হয় জানে না। আর জানবেই বা কী করে? গায়ক কিশোরকুমার, মহম্মদ রফি, রাহুলদেব বর্মন বা সলিল চৌধুরিকে নিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলো যে সময় ও গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে তার সিকি ভাগও বর্তমান প্রজন্ম যতটুকু জানে তা এই সঞ্জয় লীলা বনশালির দৌলতে। দেবদাস শাহরুখ খানকে দেখে অনেকেই শরৎচন্দ্রের বই কিনে পড়েছে বলে খবরে প্রকাশ পেয়েছিল। হতভাগ্য বললাম এই কারণে যে অনেক আগে প্রখ্যাত মনীষী রমাঁরলা এক জায়গায় বলেছিলেন যে শরৎচন্দ্র যদি পরাধীন দেশে না জন্মাতেন তাহলে তিনি সাহিত্যে নোবেল পেতে পারতেন। তিনি আরও বলে দিলেন শুধুমাত্র ‘মহেশ’ গল্পের জন্য তাঁর নোবেল পাওয়া উচিত। তিনি হতভাগ্য এই জন্য যে আমাদের দেশের বেশির ভাগ সমালোচক সাহিত্য বোদ্ধারা ‘নারীদরদী মানব প্রেমিক এর বেশি কিছু উপাদান তাঁর সাহিত্যে খুঁজে পাননি।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়। অবশেষে সাহিত্যে শুধুমাত্র মানুষের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছিল তা নয়, প্রতিফলিত চরিত্রগুলি এতোটাই জীবন্ত যে মনে হয় তারা বাস্তবের জীবন্ত মানুষ। আমাদের চারপাশে তাদের দেখা পেতে পারি। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো কষ্টকল্পিত চিন্তাপ্রমুখ বা অনজ্ঞাত হাতের দুর্বল রেখাচিত্র নয়। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র পাঠককে শুধু ভাষায় তাই নয় উত্তরণের পথ দেখায়।

সমস্যা জর্জরিত পরাধীন জাতি। এখানে শোষণ আছে, সামাজিক বঞ্চনা আছে, দারিদ্র আছে, জমিদারের চোখ রাঙানী আছে, সামাজিক আচার, কুসংস্কার আছে। বৈধব্যের নিদারুণ আত্মপীড়ন আছে, কুলীন প্রথা আছে। যৌথ পরিবারের সমস্যা আছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ আছে। সব সমস্যার গভীরে গিয়ে তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ মানবিক উপাদানে ডালি সাজিয়ে তিনি আমাদের বিতরণ করেছেন। আরও বড় কথা তিনি তাঁর সাহিত্যে যত না বর্ণনা করেছেন তার থেকে অনেক বেশি পাত্র পাত্রীদের মুখ দিয়ে কথা বলেছেন। স্থান, কাল, সময় পরিবেশ, পরিস্থিতি বিচারে সে সব কথা মহামূল্যবান। সমাজে যা ঘটছে তার ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু বর্তমানেই শরৎ সাহিত্যের শেষ নয়। তিনি ঘটমান ঘটনার মাধ্যমে ভালো মন্দের একটা পার্থক্য এঁকেছেন যেটা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি ব্যাথার জায়গাটা তুলে ধরে পাঠককে প্রশ্ন করেছেন দেখতো যেটা চলছে সেটা ঠিক না কি অন্য উত্তরণ হওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে বাধা কোথায়? সেটা নিরুপণ করে তার বিষয়ে জনমত গড়তে হবে। সামাজিক আন্দোলন করতে হবে। বিদ্যাসাগর মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে যুক্তি দিয়ে বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রচার চালিয়ে ছিলেন। কত লোক তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তিনি সমাজ মনকে জাগাতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই কাজটিই করলেন পল্লী সমাজ গল্পে। বিধবা রমার সঙ্গে রমেশের নান্দনিক প্রেমের গল্প। পাঠকরা একবাক্যে বলবে যে রমা রমেশের মিলন হওয়া উচিত। কিন্তু হল না সমাজের শাসনে। তাই এই সমাজকে পাল্টাবার জন্য একটা আবেগ পাঠক মনকে দোলা দেবেই। লেখক বললেন দেখ রমা রমেশের প্রেম বেঁচে থাকুক। এটা যদি তোমরা চাও তবে বাপু এই পল্লী সমাজকে পাল্টাতে হবে। আমরা জানি যে রাজনৈতিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে তবে হাজারো সমস্যাকে মানুষ জয় করতে পারে। শরৎচন্দ্রের সময় হল যৌথপরিবার ভাষার সময়। পরিবারে সম্পর্কের টানাপড়েনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবিক সম্পর্ক। কেমন হওয়া উচিত তার আভাস তিনি দিয়ে গেছেন। আবার পারিবারিকের বন্ধনের ভিত্তিই হল নারী। নারীই পারে ঘর ভাঙতে আবার গড়তেও। তাই নারীর সে মূল্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল তা কিন্তু আমাদের সমাজে আজও হয়নি। সঠিক অর্থে নারীরা সেই মর্যাদা আজও পায়নি।

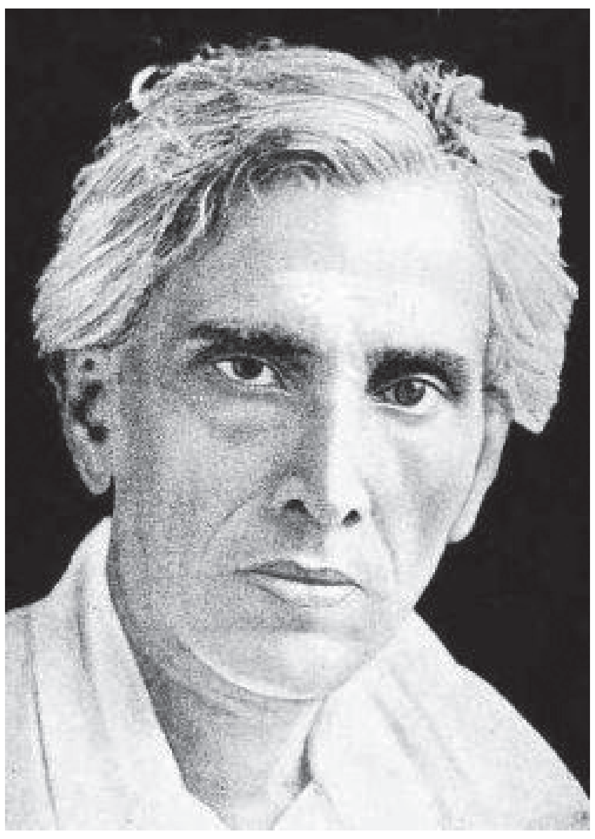

আবার নারীর মর্যাদা নারীকেই বুঝতে হবে সর্বাগ্রে। তা নাহলে তা প্রতিষ্ঠা হবে কেমন করে? তাই সমাজে নারীর অপরিসীম পুরুষত্বের কথা তিনি জোর দিয়ে প্রচার করেছেন।

আমাদের কাছে নারী ও মাতৃত্ব সমার্থক শব্দ। মাতৃত্বের দুটি ধারা আছে এক প্রচলিত মাতৃত্ব অর্থাৎ মা নিজের সন্তানকে ভালোবাসে আর একটা হল নৈবর্ত্তিক মাতৃত্ব। ওটা হল নিজের গর্ভজাত সন্তানকেই শুধু ভালোবাসা নয় অনুরূপ অপরের সন্তানের প্রতিও মায়ের স্নেহপূর্ণ প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন। অর্থাৎ আপনপর নির্বিচারে যিনি সব সন্তানকেই সমান চোখে দেখেন। ‘রামের সুমতি’ গল্পে লেখক এইরূপ দুটি মায়ের চরিত্র এঁকেছেন। এক দিগম্বরী আর এক নারায়ণী। এই গল্পটা পড়তে পড়তেই মায়েরা মনে মনে নারায়ণীর মতো মা হওয়ার চেষ্টা করবে। আর দিগম্বরীকে ঘৃণা করবে। নারায়ণী তার বাপ মা মরা সৎ দেবরকে সন্তানতুল্য ভালোবাসে যা তার নিজের স্বামীও চায় না। কিন্তু সেসব বাধাকে উপেক্ষা করেই নারায়ণী যে নৈবর্ত্তিক মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে রামের সব অত্যাচার আবদার সহ্য করে অসহায় রামও মাতৃরূপী বৌদির স্নেহের কোলেই নিজের নিরাপদ স্থান খুঁজে পায়। সমাজে শত শত নারায়ণীর মতো যদি মা থাকত তাহলে অনাথ মাতৃ–পিতৃহীন শত শত শিশু কিশোর তাদের শৈশব হারিয়ে অত্যাচারের অন্ধ গলিতে পথ হারিয়ে ফেলত না। মেজ দিদি, বিন্দুর ছেলে সব গল্পেই এই সার্বজনীন মাতৃত্বের রূপটি অতি মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যা সমাজের কাছে পরিবারের কাছে একান্তই কাম্য। যার অভাবে সংসারে কত অনর্থ ঘটে যায়।

তাঁর সৃষ্ট শ্রীকান্ত উপন্যাস তো জীবনের এনসাইক্লোপিডিয়া। কি নেই সেখানে। সবচেয়ে বড় কথা কোনও কিছুতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে জীবনকে জীবন দিয়ে দেখা, বোঝা সংসারী না হয়ে কত সংসারীদের সমস্যার পাশে দাঁড়াবেন। জীবনকে চোখে দেখে উপভোগ করা যাকে বলে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম, কনকলতার নিঃস্বার্থ সমর্পণ, অভয়ার দাদা, অন্নদার ভাই, অসম সাহসী পরোপকারী বিশাল হৃদয়ের ইন্দ্রনাথের বন্ধু হওয়া এসব যেন কল্পনা নয়। আবার কল্পনায় নিজেকে শ্রীকান্ত সাজিয়ে জীবনের পথে বেরিয়ে পড়তে চায় না এমন বাঙালি যুবকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

মানুষ মানুষকে শাসন করে, শোষণ করে, বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে, তাই তিনি সেই নিপীড়িত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষের হয়ে মানুষের কাছে নালিশ জানিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে নয়, অদৃষ্টের কাছে নয়, দেশের সরকারের কাছে নয়, মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানিয়েছেন। যদি এ অত্যাচার প্রবঞ্চনাকে অসহ্য মনে হয় তাহলে তোমরাই কর এর প্রতিকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে চিরন্তন সম্পর্ক তার অবক্ষয় রোধের চেষ্টা তিনি করে গিয়েছেন। শুধু মানুষে মানুষে নয়। মানুষ ও গৃহপালিতজীবের মধ্যে কি নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন মহেশ গল্পে। মুসলমান জোলা গফুর। তার মেয়ে আমিনা আর মহেশ (গরু) এই তার সংসার। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের নির্ভুল চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিকে প্রকৃতির বিরূপতা অন্য দিকে সামন্ত প্রভু জমিদারের শাসন। তার উপর উচ্চ বর্ণের বিধি নিষেধের ফাঁপরে পড়ে মহেশকে সে মেরে ফেলে হাঁসুইয়ের একটি আঘাতে। যা সে চায়নি। তারপর তার অনুশোচনা, তার প্রার্থনায় বিগলিত হয় মানব হৃদয়। আজ যারা গরু কাটার পক্ষে জোরালো সাফাই করছে ধর্মের নামে তারা একবার যেন পড়ে দেখেন হৃদয়স্পর্শী এই গল্পটি। মানসিক অনেক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে।

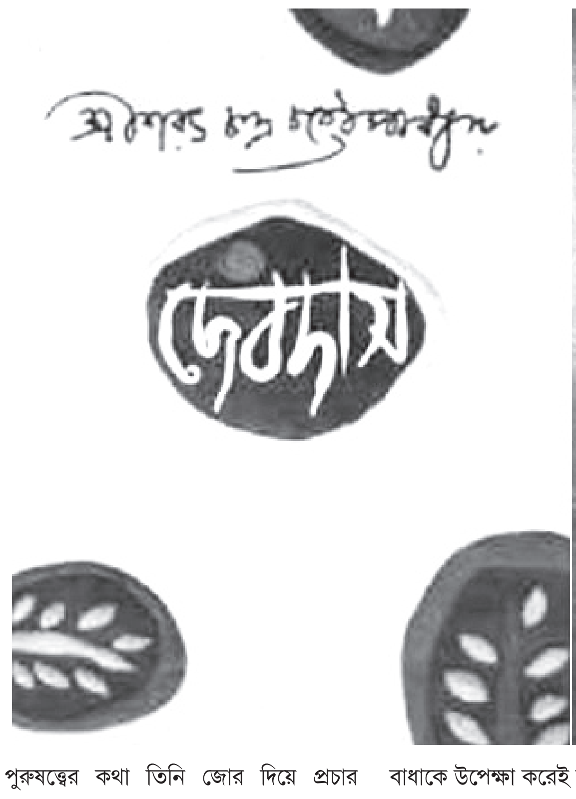

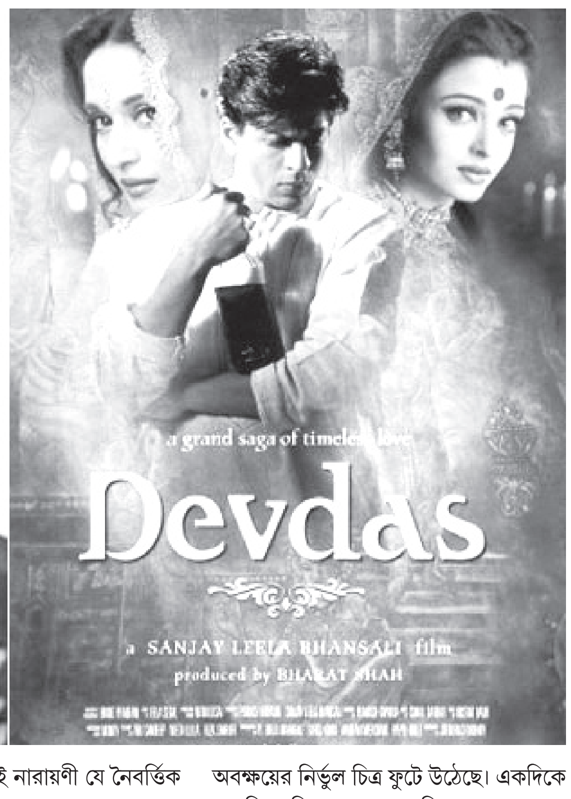

ডার্বি না খেলার জন্য আপশোস অব্যাহত বাগান শিবিরে

অরিঞ্জয় মিত্র

বড় ম্যাচে না খেলার জন্য এখন কার্যত ক্লাব কর্তাদেরই দুষছেন বাগান সমর্থর্করা। বিশেষ করে সম্প্রতি আর্মি একাদশের বিরুদ্ধে মোহন ব্রিগেড যেভাবে হাফ ডজন গোলে জয় পেয়েছে তাতে পাওয়া যাবে না এই ছেদো দোহাই দেখিয়ে শেষপর্যন্ত মোহনবাগান ওই ম্যাচ খেলেনি। কল্যাণীর শূন্য স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল টিম, রেফারি এবং লাইন্সম্যানরা নিয়মমাখিক হাজির হলেও মোহনবাগান না আসায় ওয়াকওভার পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। ফলে টানা সপ্তমবারের করেছে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে। গত কয়েকবছর অবশ্য সেই ধার ইস্টবেঙ্গলের খেলায় চোখে পড়ছে না। বরং অনেক বেশি প্রাণবন্ত মোহনবাগান।

বিশেষ করে জাতীয় লিগ বা আই লিগের প্রেক্ষাপটে তো বটেই। তবে এটাও ঠিক ডু ডং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারই আইএসএল খেলতে শহরের বাইরে। তখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাগান সহজেই ইস্টবেঙ্গল বধ করতে পারবে বলে বিশ্বাস ছিল তাদের। আর এখানেই তারা চরম ভুল করেছেন। নিজেদের শক্তির আন্দাজ করতে এই 'সর্বজান্তা' ক্ষতি হল তা কি একটুও ভেবে দেখলেন বিজ্ঞ কর্তারা। বিশেষ করে পাড়ায় পাড়ায়, রকে, চায়ের ঠেকে ইস্টবেঙ্গলী বন্ধুদের তোপের মুখে বড় অসহায় দেখাচ্ছে বাগান সমর্থকদের।

পালটা যুক্তি দিচ্ছেন তারা এই বলে যে মোহনবাগান জাতীয়

সমর্থকদের ক্ষোভ বা হাহাকার খুব বাস্তব। কারণ এখন সমর্থকরা তো বটেই অনেক পাঁড় সদস্য-সভ্যও ক্লাব অফিসিয়ালদের ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ না খেলার জন্য একরকম শাপশাপান্ত করছেন।

প্রথমত আইএফএ তার আগের ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতি রেফারির যে ভুল সিদ্ধান্ত তা স্খালন করার চেষ্টা সর্বপ্রথমেই করেছিল। ঠিক হয়েছিল ওই ম্যাচ বাতিল করে পুনরায় খেলা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লিগের প্রথম ডার্বি ম্যাচ গত ৭ সেপ্টেম্বর কল্যাণীতে করার সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। কিন্তু মাঠে ঠিকমতো নিরাপত্তা জন্য কলকাতা লিগের খেতাব আসতে চলেছে লাল-হলুদ তাবুতে। মোহনবাগান যদি ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলত তা হলে খেতাব তাদের হাতে আসত কিনা তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন খোদ ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাই। কারণ গুছিয়ে ওঠা বাগানের মোকাবিলায় সেভাবে তৎপরতা ছিল না ইস্টবেঙ্গল শিবিরে।

ডাফি-বিদেমি জুটি সবুজ-মেরুনে যেভাবে ক্লিক করে গিয়েছে সেই অনুযায়ী লাল-হলুদে ডু ডং ছাড়া জ্বলে ওঠার মতো কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। যদিও এই ধরণের পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে দুর্বল ইস্টবেঙ্গল অনেকবারই বাজিমাৎ যোগ দেওয়ার পর থেকে বাগানের বিরুদ্ধে কিন্তু এই দক্ষিণ কোরিয়ান বারংবার জ্বলে উঠেছেন। এই তথ্য মাথায় ছিল কি না জানি না। একটা ভীতি যে মোহন কর্তাদের মনে ছেয়ে ছিল তা সত্যি। হয়তো সেটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে লজ্জাজনক হারের ভয়। এখানেই বিস্ময়েরযে মোহন অফিসিয়ালরা কথায় কথায় ইস্টবেঙ্গল ৫ গোল দিয়ে বহুদিনের যন্ত্রণা ভোলার স্বপ্ন দেখান তারাই কেমন যেন ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছিলেন এই ডার্বির আগে।

তাছাড়া ডার্বি পিছতে বলে বাগান কর্তারা এমন এক দুর্বল প্রতিপক্ষকে চাইছিলেন যাদের কর্তারা যেমন ব্যর্থ হয়েছেন তেমনই শক্তিহীন প্রতিপক্ষকে হারানোর চিন্তায় মশগুল হয়ে খেলার মেজাজটাই খুইয়ে ফেলেছেন। এই প্রেক্ষিতেই হয়তো ইস্টবেঙ্গলের তুরুপের তাস ডু ডং কটাক্ষ করেছেন মোহনবাগানকে। তার মর্মার্থ হল, ডংয়ের ভয়ে মোহনবাগান এত কাতর একথা আগে জানলে তিনি ডার্বি থেকে সরে দাঁড়াতেন। এইসব শ্লেষাত্মক কথা পুরো বাগান পরিবারকে কার্যত বিদ্ধ করছে এখন। ফিসফাস চলছে সবুজ-মেরুনের কর্তাদের অপদার্থতা এবং জড়ভরত মনোভাব নিয়ে।

এর ফলে সমর্থকদের যে কত পর্যায়ের খেলাকে গুরুত্ব দেয়, স্থানীয় লিগকে নয়। একথা মুখে বললেও সবুজ-মেরুন সমর্থকরা বিলক্ষণ জানেন এতে চিড়ে ভিজবে না।

একমাত্র রাস্তা হল পরবর্তী ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে (সমর্থকদের কথায় গোলের মালা পরিয়ে) এই যাবতীয় কথা বন্ধ করা। সেই লক্ষ্যপূরণ হতে গেলে এখন অবশ্য অনেকদিনের অপেক্ষা। তাও চাতকের মতো সেই দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আপাতত মেরুন সমর্থকদের কোনও দিশা নেই সেভাবে। ক্লাব কর্তাদের মুন্ডুপাত তো তার সঙ্গে থাকছেই।

কিউয়ি মোকাবিলায় বিরাট লড়াই

যুধিষ্ঠির নস্কর

ঘরের মাঠে দীর্ঘ সফর শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। আপাতত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে যার শুরু। সে জন্য ভারতীয় দলের নামও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন দলে ওপেনিং স্লটে যথারীতি শিখর ধবন, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে, লোকেশ রাহুলরা জায়গা করে নিয়েছেন। এরপর রোহিত, বিরাটরা তো আছেনই। গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে দলে অলরাউন্ডারের চাহিদা পূরণ করে দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর ঝকঝকে সেঞ্চুরি তাকে একজন পরিণত ব্যাটসম্যানের অবয়ব দিয়েছে। আর কে না জানে অশ্বিনের অফস্পিনের জারিজুরিতে বিদেশি ব্যাটসম্যানরা এমনিতেই অর্ধেক ঘায়েল হয়ে যান আজকাল। এর সঙ্গে আবার ফর্মে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা রয়েছেন। তাছাড়া অপর অফস্পিনার রবীন্দ্র জাদেজাই বা কম যান কিসে। বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও তার ওস্তাদি কম যায় না। মহম্মদ সামি, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মা এবং ভুবনেশ্বর কুমারের ফাস্ট বোলিং লাইন আপও বেশ তরতাজা। এরা আছেও তুখোর ফর্মেই।

এত কিছু সত্ত্বেও আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরে বিপক্ষ টিমকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে টিম ইন্ডিয়া থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাদের বক্তব্য, মার্টিন গুপ্তিল, সোধি, টিম সাউদি, বোল্টদের সমন্বয়ে এই কিউয়ি বাহিনী বেশ শক্তিশালী। উপমহাদেশের উইকেট সম্পর্কেও তারা ওয়াকিবহাল। কারণ এদের অনেকেই আবার আইপিএলে এদেশের বিভিন্ন টিমে খেলে থাকেন। এখানকার উইকেট এবং আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির ব্যাপারেও তারা দারুণ সমঝদার। স্পিন বোলিংয়ের মোকাবিলায় মার্টিন গুপ্তিল এখন গোটা বিশ্বেই এক পরিচিত নাম। তার দোসরও আছেন কয়েকজন। সুতরাং বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়ার দিকে বড় রানের চ্যালেঞ্জ ব্ল্যাক ক্যাপসরা ছুঁড়ে দিতেই পারেন। বোলিং আক্রমণেও নিউজিল্যান্ড দলটির বৈচিত্র উল্লেখ করার মতো। টিম সাউদির ভ্যারিয়েশন বা বোল্টের তীব্র গতির মেলবন্ধনে কিউয়ি বোলিংকে সহজে কেউই উড়িয়ে দিতে পারবে না। জন রাইটের মতো ভারত বিশেষজ্ঞের থেকেও এই দলটি নাকি আসন্ন ভারত সফর নিয়ে অনেক ক্লাস করেছে। যাতে করে ভারতীয়দের দুর্বলতার অনেক গোপন দিক তাদের নখদর্পণে চলে এসেছে। এর সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সোধির স্পিনিং ভেল্কির ওপরেও ভরসা রয়েছে নিউজিল্যান্ড বাহিনীর। সুতরাং ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ যে বেজায় জমে উঠতে চলেছে তা নিশ্চিত। সমস্যাটা হল মাঠ ভরানো নিয়ে। টি-২০ তে আচ্ছন্ন দর্শকরা যে টেস্ট থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন এটা যেন বুঝেও বুঝছেন না ভারতীয় কর্তারা। আর তাই দর্শক সমাগম নিয়ে উৎকন্ঠা তো থেকেই যাচ্ছে।

বজবজ-২ ব্লকে খেলো ইন্ডিয়া-২০১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এবং বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় আগামী ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর খেলো ইন্ডিয়া ২০১৬ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রতিযোগিতার বিষয় হিসাবে থাকছে দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, শটপাট, জিমনাস্টিক, সাঁতার, ফুটবল, ভলিবল। ৬-১২ বছর, ১২-১৮ বছর এবং ১৮-৩৬ বছর তিনটি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতাগুলি হবে মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীট, মুচিশা হাই স্কুল সংলগ্ন পুকুর, বাওয়ালী ফুটবল মাঠ এবং বাওয়ালী পুরাতন বাগান ফুটবল মাঠে। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় জানালেন নাম দেবার শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত জানতে ব্লক অফিস ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করা যাবে।

এবারে লিখছেন

ফিরে দেখা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ • বিমল কর • কুমারেশ ঘোষ • সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় • দিব্যেন্দু পালিত • সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় • ভবানী মুখোপাধ্যায় • শক্তিপদ রাজগুরু • শঙ্কু মহারাজ • ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য • হিমানীশ গোস্বামী • প্রণবেশ সেন • সুভাষ গুহ নিয়োগী • অ কৃ ব • অন্নদা মুন্সী • প্রেমেন্দ্র মিত্র • নচিকেতা ভরদ্বাজ • শুদ্ধসত্ত্ব বসু • কৃষ্ণ ধর • শক্তি চট্টোপাধ্যায় • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • অজয় বসু • বিরুপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

বাংলা সাহিত্যের যে দিক সম্বন্ধে যখন কেউ ভাবত না, সবাই শুধু সাধারণ রোম্যান্টিক প্রেমের উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত তখন সেই দিক অর্থাৎ ব্যঙ্গ কৌতুক ও হাস্যরস সাহিত্যের পশরা নিয়ে যিনি আমাদের সামনে হাজির হলেন তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের শিবরাম বা তাঁর ভাষায় **শিব্রাম চক্রবর্তী**। এই দিকপাল সাহিত্যিক আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। এই সুবর্ণক্ষণে আবার তাঁকে ফিরে দেখা।

এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে। শুনলেই মনে পড়ে যায় গানের জগতের দিকপাল হৈমন্তী শুক্লার কথা। বিভিন্ন ছবিতে প্লে ব্যাকের সাথে সাথে প্রচুর গানের অ্যালবামে মাতিয়েছেন আপামর সঙ্গীতপ্রেমীকে। এখনকার গান তখনকার গান নিয়ে, তাঁর জীবনের স্মৃতি মুহূর্ত নিয়ে আমাদের সুবর্ণ মুহূর্তে **ডঃ শঙ্কর ঘোষের** সঙ্গে অকপট আলোচনায় **হৈমন্তী শুক্লা**।

ত্রি মাতৃকা

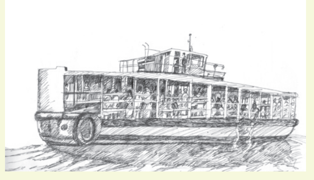

সুরজের মা, চাঁদমণির মা আর মা গঙ্গা জীবনের স্রোতে যেন এক মোহনায় এসে মিলিত হয়েছেন। যেখানে জীবন আর মৃত্যুকে আঁচলে ভরে যুগযুগান্তরে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা। গঙ্গাসাগর যাত্রায় এই ছবি তুলে ধরেছেন **প্রণব গুহ**।

গৃহসজ্জায় শ্রী রামকৃষ্ণ

সিনেমা থিয়েটার থেকে শুরু করে সাধারণের ঘরে এখনও গৃহসজ্জায় সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ। কি ভাবে? জানিয়েছেন **সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়**।

নতুন বউ

সন্দেহ আর অবিশ্বাসের আবহে সংসারে কি ভাবে ফিরে এল নতুন অনুভূতি। গল্পের বাঁধুনিতে সেই টানাপড়েনের ছবি তুলে ধরেছেন **সিদ্ধার্থ সিংহ**।

একান্ত আবেদন

কমলার মনে হল তার নিজেরই বুকের একখানা পাঁজর ভেঙে চুরচুর হয়ে বেদনার রূপ ধরে ছড়িয়ে গেছে বুকের ভেতর সর্বাঙ্গে। সেই অসহ্য বেদনার মমতা ভরা কাহিনী শুনিয়েছেন **শচীন্দ্রনাথ বড় পন্ডা**।

ইচ্ছাসন্তান

কলেজ থেকে ফিরে চা জল খাবার খেয়ে রূপলেখা একদিন অভির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পেল শোবার ঘরের এক কোণে বসে অভি ওর রোবটটা নিয়ে আপন মনে খেলছে। কল্পবিজ্ঞানে ইচ্ছাসন্তানের সাধারণ কাহিনী রচনা করেছেন **জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়**।

সেদিনের অজ্ঞাত অগ্নিকন্যারা

বাংলার বীর বিপ্লবী অগ্নিকন্যারা বিস্মৃতির গভীরে রয়ে গেছেন দশকের পর দশক। লীলা রায়, বীণা দাস, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বাংলার বহ্নিশিখাদের ওপর কিছুটা আলোকপাত হলেও অবিভক্ত বাংলার অসংখ্য ত্যাগব্রতী বিপ্লবী তরুণদের মতো বহু অনামা অজ্ঞাত বিপ্লবী নারীদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সন্ধান মিলেছে রাজ্য মহাফেজখানার সৌজন্যে। তাঁদের নিয়েই প্রথমবার লিখছেন আলিপুর বার্তায় **ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী**।

জিভ কেটে জোড়া ও জাদু সম্রাট

ভারত উপমহাদেশের পাঁচ হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঊষাকাল থেকেই মাদারি জাদুকরেরা প্রকৃত বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যে সব জাদু খেলা পথে প্রান্তরে দেখিয়ে চলেছেন তা আজও এই মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে সব মানুষের কাছে বিস্ময়কর। তাদের চরম বিস্ময়কর জাদু খেলাটি হল জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার ম্যাজিক।

আবার এই জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার ম্যাজিকটাই চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি জাদু সম্রাট পিসি সরকার (সিনিয়র) নিজস্ব ভঙ্গিতে সকলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ম্যাজিক নিয়েই কিছু তথ্য এবং ওনার প্রদর্শনীর অজানা কিছু গল্প নিয়ে লিখছেন **জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**।

কলকাতার কুটির শিল্প

কলকাতার কুটির শিল্প শুনলে অনেকে অবাক হবেন। কিন্তু কলকাতায় নানান ধরনের কুটির শিল্প ছিল। এ বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেই তালিকা অনেক বড়। যেমন এখানকার মাটির শিল্প, দারু শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতির অনেক খ্যাতি। অন্য বেশ কিছু কুটির শিল্প যেমন ঝিনুকের পুতুল, টিকে, কবিরাজি বা আয়ুর্বেদ ওষুধ, কাঁচ শিল্প প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ **ডঃ দীপক কুমার বড় পন্ডা**।

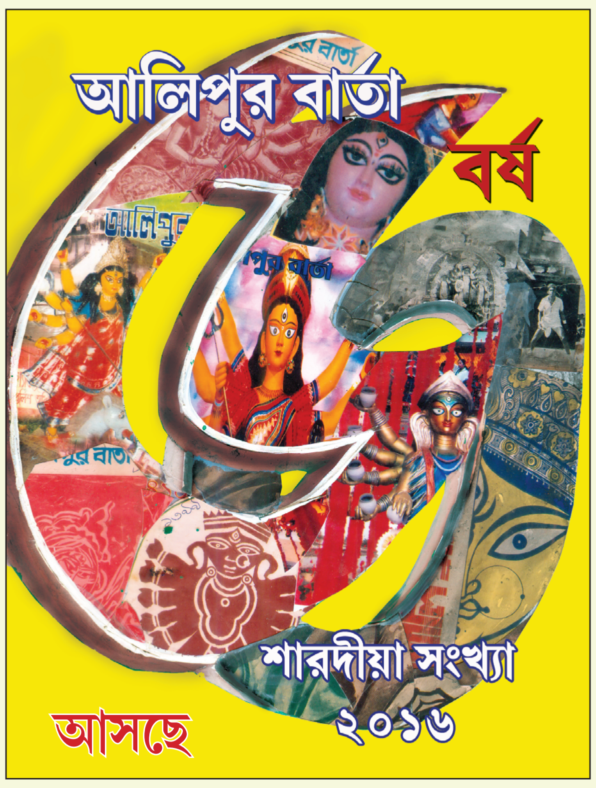

সুবর্ণ বর্ষে

সুকুমার মন্ডল • পি সি সরকার (জুনিয়র) • দীপ মুখোপাধ্যায় • ড. শঙ্কর ঘোষ • রত্নেশ্বর হাজরা • সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় • কৃষ্ণচন্দ্র দে • ডাঃ সুবোধ চৌধুরী • বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য • ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস • তপনদেব চট্টোপাধ্যায় • নির্মল গোস্বামী • জে এন রায় • ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন • উদয় চক্রবর্তী • শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় • জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

কার্টুন : সুফি

চিত্র : শিল্পী সমরেশ চৌধুরী • উমা সিদ্ধান্ত • পৃথ্বীশ শিকদার • সুমিত দাসগুপ্ত • ধনঞ্জয় মিশ্র।

সাক্ষাৎকার : পি সি সরকার (জুনিয়র), হৈমন্তী শুক্লা, শিব্রাম চক্রবর্তী।

প্রচ্ছদ : মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com